ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

অবন্তী ব্রাহ্মণের গীত

এই অধ্যায়ে অসৎ লোকের উপদ্রব এবং অপরাধ কীভাবে সহ্য করতে হয়, তার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী অবন্তী নগরের এক ভিক্ষু সন্ন্যাসীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষা সভ্যতাহীন লোকেদের রূঢ় ভাষা হৃদয়কে বাণ অপেক্ষা মারাত্মকভাবে বিদ্ধ করে। তা সত্ত্বেও অবন্তী নগরের ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, দুষ্ট লোকেদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মনে করেছেন যে, সেটি তাঁর অতীতের কর্মের প্রতিক্রিয়ার ফল, আর তা তিনি অত্যন্ত ধীর ব্যক্তির মতো সহ্য করেছেন। পূর্বে এই ব্রাহ্মণ ছিলেন চাষী এবং ব্যবসায়ী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত লোভী, কৃপণ এবং ক্রোধী। যার ফলে তাঁর স্ত্রী, পুত্রগণ, কন্যারা, আত্মীয়-স্বজন এবং সেবকরা সকলেই সমস্ত প্রকার ভোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল, এবং ক্রমশ তাঁর প্রতি তারা নির্দয়ভাবে ব্যবহার করতে লাগল। কালক্রমে চোর, পরিবারের সদস্য বর্গ, এবং দৈবের ইচ্ছায় তাঁর সমস্ত সম্পদ অপহৃত হয়। নিজেকে নিঃস্ব এবং পরিত্যক্ত দেখে ব্রাহ্মণের মনে তখন এক গভীর বৈরাগ্যের উদয় হয়।

তিনি মনে মনে বিচার করলেন, অর্থোপার্জন এবং সংরক্ষণ করতে গিয়ে কীভাবে অত্যধিক প্রচেষ্টা, ভয়, উদ্বেগ এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সম্পদের জন্য পনেরোটি অনর্থের উদ্ভব হয়—চৌর্য, হিংস্রতা, মিথ্যাভাষণ, বঞ্চনা, কামবাসনা, ক্রোধ, গর্ব, সন্তাপ, মতানৈক্য, ঘৃণা, অবিশ্বাস, বিরোধ, স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্তি, দ্যূতক্রীড়া এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণ। তাঁর মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হলে, ব্রাহ্মণ বুঝতে পারলেন যে, পরমেশ্বর শ্রীহরি তাঁর প্রতি কোন না কোন ভাবে প্রসন্ন হয়েছেন। তিনি অনুভব করলেন যে, কেবলমাত্র ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হওয়ার ফলেই তাঁর জীবনে আপাত প্রতিকূল ব্যাপারগুলি সংঘটিত হয়েছে। তাঁর হৃদয়ে অনাসক্তির উদয় হওয়াতে তিনি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন, আর ভাবলেন যে, এটিই হচ্ছে তাঁর আত্মার মুক্তির যথার্থ পন্থা। এমতাবস্থায়, তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যে, তাঁর জীবনের বাকী দিনগুলি ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেই কাটাবেন, তখন তিনি ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করলেন। তাই তিনি বিভিন্ন গ্রামে প্রবেশ করে ভিক্ষা চাইতেন, কিন্তু লোকেরা তাঁকে হয়রান করে উপদ্রব করত। তিনি কিন্তু এসবই সহ্য করার জন্য পর্বতের মতো দৃঢ় চিত্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মনোমতো পারমার্থিক অনুশীলনে নিবিষ্ট থেকে ভিক্ষু-গীত নামে একটি গান গেয়েছিলেন।

সাধারণ লোক, দেবগণ, আত্মা, গ্রহ-নক্ষত্র, কর্মের প্রতিক্রিয়া *অথবা* এসবের কোনটিই আমাদের সুখ *অথবা* দুঃখের কারণ নয়। বরং, মনই হচ্ছে কারণ, কেননা মনই চিন্ময় আত্মাকে জড় জীবন-চক্রে ভ্রমণ করায়। সমস্ত প্রকার দান, ধর্মপরায়ণতা, এবং এই সবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা। যে ব্যক্তি ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর মনকে ইতিমধ্যেই সংযত করেছেন, তাঁর জন্য অন্যান্য পদ্ধতির আর কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যারা মনকে নিবিষ্ট করতে অক্ষম, তারা বাস্তবে কোন কাজের নয়। জড় অহংকারের মিথ্যা ধারণা, চিন্ময় আত্মাকে জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দ্বারা আবদ্ধ করে। অবন্তী নগরের ব্রাহ্মণ তাই অতীতের পরম ভক্তদের দ্বারা প্রদর্শিত পন্থায় পূর্ণ বিশ্বাসে পরমেশ্বর মুকুন্দের পাদপদ্মের সেবা করার মাধ্যমে নিজেকে দুর্লঙ্ঘ্য ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার করতে দৃঢ়নিষ্ঠ হয়েছিলেন।

পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে বুদ্ধিকে নিবিষ্ট করার মাধ্যমেই কেবল মনকে সম্পূর্ণরূপে বশে আনা যায়; সমস্ত প্রকার পারমার্থিক অগ্রগতির জন্য বিধি-বিধানের এটিই হচ্ছে সার কথা।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

স এবমাশংসিত উদ্ধবেন
ভাগবতমুখ্যেন দাশার্হমুখ্যঃ ।
সভাজয়ন্ ভৃত্যবচো মুকুন্দ-
স্তমাবভাষে শ্রবণীয়বীর্যঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **আশংসিতঃ**—শ্রদ্ধা সহকারে অনুরোধ করেছিলেন; **উদ্ধবেন**—উদ্ধব কর্তৃক; **ভাগবত**—ভক্তদের; **মুখ্যেন**—মুখ্য ব্যক্তির দ্বারা; **দাশার্হ**—দাশার্হ (যদু) বংশের; **মুখ্যঃ**—মুখ্য; **সভাজয়ন্**—প্রশংসা করে; **ভৃত্য**—তাঁর সেবকের; **বচঃ**—বাক্য; **মুকুন্দঃ**—ভগবান মুকুন্দ, কৃষ্ণ; **তম্**—তাঁকে; **আবভাষে**—বলতে শুরু করেন; **শ্রবণীয়**—শ্রেষ্ঠ শ্রবণীয়; **বীর্যঃ**—যাঁর সর্বশক্তিমত্তা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—মুখ্য দাশার্হ, ভগবান মুকুন্দকে তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধব, এইরূপ সশ্রদ্ধভাবে অনুরোধ করলে, তিনি তাঁর সেবকের বাক্যের যথার্থতা স্বীকার করেন। তখন ভগবান, যাঁর বীর্য গাথা শ্রেষ্ঠ শ্রবণীয়, তিনি তাঁকে উত্তর দিতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

বার্হস্পত্য স নাস্ত্যত্র সাধুর্বৈ দুর্জনেরিতৈঃ ।
দুরুক্তৈর্ভিন্নমাত্মানং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরম পুরুষ ভগবান বললেন; **বার্হস্পত্য**—হে বৃহস্পতির শিষ্য; **সঃ**—তিনি; **ন অস্তি**—নেই; **অত্র**—ইহজগতে; **সাধুঃ**—সাধুব্যক্তি; **বৈ**—বস্তুত; **দুর্জন**—অসভ্য লোকের দ্বারা; **ঈরিতৈঃ**—ব্যবহারের দ্বারা; **দুরুক্তৈঃ**—অপমানজনক বাক্যের দ্বারা; **ভিন্নম্**—বিব্রত; **আত্মানম্**—তার মন; **যঃ**—যে; **সমাধাতুম্**—সংযত করতে; **ঈশ্বরঃ**—সক্ষম।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে বৃহস্পতি শিষ্য, আক্ষরিক অর্থে এ জগতে এমন কোন সাধু নেই, যিনি অসভ্য লোকেদের অপমানজনক কথায় বিব্রত হওয়ার পর তাঁর মনকে পুনরায় সুস্থিত করতে সক্ষম।

তাৎপর্য

আধুনিক যুগে পারমার্থিক উপলব্ধির পদ্ধতিকে উপহাস করার জন্য ব্যাপক প্রচার চলছে, এবং এইভাবে মনুষ্য সমাজের অগ্রগতির বিঘ্ন ঘটছে দেখে ভক্তরা দুঃখ পান। ভগবৎ ভক্ত ভগবানের প্রতি বা ভগবানের ভক্তের প্রতি কেউ অপরাধ করলে সহ্য করতে না পারলেও, ব্যক্তিগতভাবে কেউ তাঁকে অপমান করলে তা তিনি অবশ্যই সহ্য করেন।

শ্লোক ৩

ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈঃ তু মর্মগৈঃ ।
যথা তুদন্তি মর্মস্থা হ্যসতাং পরুষেষবঃ ॥ ৩ ॥

ন—না; **তথা**—একইভাবে; **তপ্যতে**—যন্ত্রণা ভোগ করে; **বিদ্ধঃ**—বিদ্ধ; **পুমান্**—মানুষ; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা; **তু**—অবশ্য; **মর্মগৈঃ**—যা হৃদয়ে গমন করে; **যথা**—যেমন; **তুদন্তি**—বিদ্ধ হয়; **মর্মস্থাঃ**—মর্মস্পর্শী; **হি**—বস্তুত; **অসতাম্**—অসৎ ব্যক্তিদের; **পরুষ**—রূঢ় (বাক্য); **ইষবঃ**—বাণ।

অনুবাদ

তীক্ষ্ণ বাণ বক্ষ ভেদ করে হৃদয়ে প্রবেশ করলে যে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় অসভ্য লোকের অপমানজনক রূঢ় বাক্যবাণ হৃদয়ে অবস্থান করে তদপেক্ষা অধিক যন্ত্রণার কারণ হয়।

শ্লোক ৪

কথয়ন্তি মহৎ পুণ্যমিতিহাসমিহোদ্ধব ।
তমহং বর্ণয়িষ্যামি নিবোধ সুসমাহিতঃ ॥ ৪ ॥

কথয়ন্তি—বলা হয়; **মহৎ**—মহা; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **ইতিহাসম্**—কাহিনী; **ইহ**—এই বিষয়ে; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **তম**—সেই; **অহম্**—আমি; **বর্ণয়িষ্যামি**—বর্ণনা করব; **নিবোধ**—অনুগ্রহ করে শ্রবণ কর; **সুসমাহিতঃ**—মনোনিবেশ সহকারে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, এই ব্যাপারে একটি খুব মূল্যবান কাহিনী রয়েছে, আমি এখন তোমাকে সেটি বর্ণনা করব। তুমি অনুগ্রহ করে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

অন্যরা অপমান করলে কীভাবে তা সহ্য করা যায়, তা শিক্ষা দেয় এমন একটি ঐতিহাসিক কাহিনী ভগবান এখন উদ্ধবের নিকট বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ৫

কেনচিদ্ ভিক্ষুণা গীতং পরিভূতেন দুর্জনৈঃ ।
স্মরতা ধৃতিযুক্তেন বিপাকং নিজকর্মণাম্ ॥ ৫ ॥

কেনচিৎ—কোনও একজন; **ভিক্ষুণা**—সন্ন্যাসী; **গীতম্**—গীত; **পরিভূতেন**—যে অপমানিত হয়েছিল; **দুর্জনৈঃ**—দুর্জন ব্যক্তিদের দ্বারা; **স্মরতা**—স্মরণ করে; **ধৃতি-যুক্তেন**—তার সিদ্ধান্ত স্থির করে; **বিপাকম্**—প্রতিক্রিয়াগুলি; **নিজকর্মণাম্**—তার নিজের অতীত কর্মের।

অনুবাদ

একদা জনৈক সন্ন্যাসী অসৎ লোকেদের দ্বারা বহুভাবে অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি কিন্তু দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ করছিলেন যে, তিনি অতীতের নিজকর্মের ফল ভুগছেন। তিনি কী বললেন, তারই কাহিনী আমি এখন তোমার নিকট বলব।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষ্য এই রূপ। যাঁরা জড় জীবন পথ ত্যাগ করে বৈরাগ্যের পথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন, তাঁরা প্রায়ই অসৎ লোকেদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এই বিশ্লেষণ অবশ্য বাহ্যিক, কেননা শাস্তিটি হচ্ছে মানুষের অতীতের সঞ্চিত কর্মের ফল। কোন কোন ত্যাগী পুরুষ, যখন তাঁদের অতীতের পাপ কর্মের অবশিষ্টাংশ ফল ভোগের পালা আসে, তখন তাঁরা তা সহ্য করতে চান না, ফলে তাঁরা পুনরায় পাপময় জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হন। শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু তাই আমাদেরকে তৃণের মতো সহিষ্ণু হতে উপদেশ প্রদান করেছেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা করতে গিয়ে কোন নতুন ভক্ত যদি হিংসুক ব্যক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত হন, তবে সেটি তাঁর পূর্বের সকাম কর্মের পরম্পরাগত ফল বলে গ্রহণ করাই উচিত। ভবিষ্যতের দুঃখ এড়ানোর জন্য তাই আমাদের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ইট্‌কেল মারলে পাট্‌কেল মেরে বদলা নেওয়ার প্রথা বর্জন করতে হবে। আমরা যদি হিংসুক লোকেদের সঙ্গে শত্রুতা স্থাপন করতে না চাই, তবে তারা আপনা থেকেই আর কিছু বলবে না।

শ্লোক ৬

অবন্তিষু দ্বিজঃ কশ্চিদাসীদাঢ্যতমঃ শ্রিয়া ।
বার্তাবৃত্তিঃ কদর্যস্তু কামী লুব্ধোঽতিকোপনঃ ॥ ৬ ॥

অবন্তিষু—অবন্তী নগরে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **কশ্চিৎ**—কোন এক; **আসীৎ**—ছিলেন; **আঢ্যতমঃ**—খুব ধনী; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **বার্তা**—ব্যবসার দ্বারা; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা নির্বাহ করতেন; **কদর্যঃ**—কৃপণ; **তু**—কিন্তু; **কামী**—কামুক; **লুব্ধঃ**—লোভী; **অতি-কোপনঃ**—সহজেই ক্রুদ্ধ হতেন।

অনুবাদ

এক সময় অবন্তী নগরে একজন সমস্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত খুব ধনী ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কৃপণ—কামুক, লোভী আর ক্রোধপ্রবণ।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, অবন্তীনগরটি হচ্ছে মালব দেশ। এই ব্রাহ্মণ ছিলেন অত্যন্ত ধনী, কৃষিপণ্যের ব্যবসা এবং ব্যাঙ্কের কারবার ইত্যাদি করতেন। কৃপণতা হেতু, কষ্টার্জিত অর্থের লোকসান হলে তিনি সন্তপ্ত হতেন, ভগবান স্বয়ং সেই কথা বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ৭

জ্ঞাতয়োঽতিথয়স্তস্য বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চিতাঃ ।
শূন্যাবসথ আত্মাপি কালে কামৈরনর্চিতঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞাতয়ঃ—আত্মীয়-স্বজন; **অতিথয়ঃ**—এবং অতিথিরা; **তস্য**—তাঁর; **বাক্ মাত্রেণ অপি**—এমনকি বাক্যের দ্বারা; **ন অর্চিতাঃ**—শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হতেন না; **শূন্য-অবসথ**—তাঁর ধর্মকর্ম এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিহীন গৃহে; **আত্মা**—স্বয়ং; **অপি**—এমনকি; **কালে**—উপযুক্ত সময়ে; **কামৈঃ**—ইন্দ্রিয় উপভোগের দ্বারা; **অনর্চিতঃ**—তৃপ্ত হননি।

অনুবাদ

তাঁর ধর্মকর্ম এবং বৈধ ইন্দ্রিয়তর্পণ রহিত গৃহে, তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও অতিথিরা কখনও, এমনকি মৌখিকভাবেও যথাযথ সম্মান লাভ করেননি। যথা সময়ে তাঁর নিজের দৈহিক পরিতৃপ্তিও তিনি অনুমোদন করতেন না।

শ্লোক ৮

দুঃশীলস্য কদর্যস্য দ্রুহ্যন্তে পুত্রবান্ধবাঃ ।
দারা দুহিতরো ভৃত্যা বিষণ্ণা নাচরন্ প্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

দুঃশীলস্য—দুশ্চরিত্র; কদর্যস্য—কৃপণের প্রতি; দ্রুহ্যন্তে—তারা শত্রু হয়ে উঠেছিল; পুত্র—তাঁর পুত্রগণ, বান্ধবাঃ—এবং কুটুম্বগণ; দারাঃ—তাঁর স্ত্রী; দুহিতরঃ—কন্যাগণ; ভৃত্যাঃ—ভৃত্যগণ; বিষণ্ণাঃ—বিষণ্ণ; ন আচরন্—আচরণ করেনি; প্রিয়ম্—স্নেহের সঙ্গে।

অনুবাদ

তিনি এত কঠোর হৃদয় এবং কৃপণ ছিলেন যে, তাঁর পুত্রগণ, কুটুম্বগণ, স্ত্রী, কন্যা এবং ভৃত্যরা তাঁর প্রতি শত্রুতা বোধ করতে শুরু করেন। এইভাবে বিষণ্ণ হয়ে তারা কখনও তাঁর সঙ্গে স্নেহযুক্ত ব্যবহার করত না।

শ্লোক ৯

তস্যৈবং যক্ষবিত্তস্য চ্যুতস্যোভয়লোকতঃ ।
ধর্মকামবিহীনস্য চুক্রুধুঃ পঞ্চভাগিনঃ ॥ ৯ ॥

তস্য—তার প্রতি; এবম্—এইভাবে; যক্ষবিত্তস্য—যে কুবেরের ধন-ভাণ্ডার রক্ষক যক্ষের মতো খরচ না করে নিজের সম্পদ কেবলই রেখে দিত; চ্যুতস্য—বঞ্চিত; উভয়—উভয়ের; লোকতঃ—লোকসমূহ (ইহলোক এবং পরোলোক); ধর্ম—ধর্ম পরায়ণতা; কাম—এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; বিহীনস্য—বিহীন হয়ে; চুক্রুধুঃ—তারা ক্রুদ্ধ হয়েছিল; পঞ্চ-ভাগিনঃ—গৃহস্থের পঞ্চবিধ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতাগণ।

অনুবাদ

এইভাবে সেই যক্ষের সম্পদ রক্ষির মতো কৃপণ ব্রাহ্মণের উপর পারিবারিক পঞ্চযজ্ঞের অধিদেবগণ ক্রুদ্ধ হন, তার ফলে সেই ব্রাহ্মণ ইহলোক এবং পরোলোকে কোনরূপ সদ্‌গতি প্রাপ্ত না হয়ে ধর্মকর্ম এবং সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণে বঞ্চিত হন।

শ্লোক ১০

তদবধ্যানবিস্রস্ত-পুণ্যস্কন্ধস্য ভূরিদ ।
অর্থোঽপ্যগচ্ছন্নিধনং বহ্বায়াসপরিশ্রমঃ ॥ ১০ ॥

তৎ—তাদের; অবধ্যান—তার অবহেলার জন্য; বিস্রস্ত—বঞ্চিত; পুণ্যঃ—পুণ্যের; স্কন্ধস্য—যার অংশ; ভূরিদ—হে পরম উদার উদ্ধব; অর্থঃ—সম্পদ; অপি—বস্তুত; অগচ্ছৎ নিধনম্—হৃতসর্বস্ব হয়েছেন; বহু—বহু; আয়াস—প্রচেষ্টার; পরিশ্রমঃ—শ্রম মাত্র সার।

অনুবাদ

হে মহানুভব উদ্ধব, তাঁর এইরূপে দেবতাগণের প্রতি অবহেলার জন্য তিনি সমস্ত প্রকার পুণ্য এবং সম্পদ রহিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পুনঃপুন অক্লান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা সঞ্চিত সমস্ত কিছুই বিনষ্ঠ হয়েছিল।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণের সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হওয়ায় তাঁর অবস্থা হয়েছিল ফুল ফল বিহীন বৃক্ষ শাখার মতো। শ্রীল জীব গোস্বামী ভাষ্য প্রদান করেছেন যে, সেই ব্রাহ্মণের মুক্তির আশা সমন্বিত ভগবৎ ভক্তিপ্রদ অতি সামান্য পুণ্য অবশিষ্ট ছিল। তাঁর পুণ্যের শাখার যে অংশটুকু অক্ষুণ্ণ ছিল, কালক্রমে তা জ্ঞানরূপ ফল প্রদান করেছিল।

শ্লোক ১১

জ্ঞাতয়ো জগৃহুঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ দস্যব উদ্ধব ।
দৈবতঃ কালতঃ কিঞ্চিদ্ব্রহ্মবন্ধোর্নৃপার্থিবাৎ ॥ ১১ ॥

জ্ঞাতয়ঃ—আত্মীয় স্বজন; জগৃহুঃ—আদায় করে নিয়েছিল; কিঞ্চিৎ—কিছু; কিঞ্চিৎ—কিছু; দস্যবঃ—চোরেরা; উদ্ধব—হে উদ্ধব; দৈবতঃ—ভগবানের বিধানে কালতঃ—কালের দ্বারা; কিঞ্চিৎ—কিছু; ব্রহ্মবন্ধোঃ—তথাকথিত ব্রাহ্মণ; নৃ—সাধারণ মানুষের দ্বারা; পার্থিবাৎ—এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মীদের দ্বারা।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণের সম্পদের কিছু অংশ তাঁর আত্মীয় স্বজন দখল করেছিল, কিছু অংশ নিয়েছিল চোরেরা, কিছু অংশ দৈব-দুর্বিপাকে নষ্ট হয়েছিল, কিছুটা নষ্ট হয়েছিল কালের প্রভাবে, কিছু অংশ নিয়েছিল জনসাধারণ আর কিছু অংশ নিয়েছিল প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা।

তাৎপর্য

সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণ তাঁর অর্থ ব্যয় না করতে দৃঢ় সংকল্প হওয়া সত্ত্বেও মনে হয় তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা তার কিছু অংশ বার করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে 'দৈবাৎ' বলতে এখানে গৃহে আগুন লাগা এবং অন্যান্য ধরনের সাময়িক দুর্ভাগ্যকে সূচিত করে। 'কালের প্রভাব' বলতে এখানে প্রাকৃতিক অনিয়মের জন্য শস্যাদি নষ্ট হওয়া এবং এই ধরনের ঘটনাগুলিকে সূচিত করে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, শুধুমাত্র নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি না করে তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, জীবের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে ভগবানের দাস। নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে জাগতিক মনোভাব বজায় রাখা যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব নয়, তবে তারা হচ্ছেন ব্রহ্ম বন্ধু, অথবা তথাকথিত ব্রাহ্মণ। ভগবান বিষ্ণুর বিনীত ভক্তরা শাস্ত্র বিধান মেনে নিজেদেরকে ভগবৎ তত্ত্ব উপলব্ধি করার অযোগ্যতা হেতু হতভাগ্য বলে মনে করেন; তাঁরা গর্বভরে নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করেন না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অবশ্য জানেন যে ভগবানের বিনীত ভক্তরা হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের দ্বারা শোধিত হৃদয় ব্রাহ্মণ।

শ্লোক ১২

স এবং দ্রবিণে নষ্টে ধর্মকামবিবর্জিতঃ ।
উপেক্ষিতশ্চ স্বজনৈশ্চিন্তামাপ দুরত্যয়াম্ ॥ ১২ ॥

সঃ—সে; **এবম্**—এইভাবে; **দ্রবিণে**—যখন তার সম্পত্তি; **নষ্টে**—নষ্ট হয়েছিল; **ধর্ম**—ধর্ম; **কাম**—এবং ইন্দ্রিয়তর্পণ; **বিবর্জিতঃ**—বঞ্চিত; **উপেক্ষিতঃ**—উপেক্ষিত; **চ**—এবং; **স্বজনৈঃ**—স্বজনগণের দ্বারা; **চিন্তাম্**—উদ্বেগ; **আপ**—সে লাভ করেছিল; **দুরত্যয়াম্**—দুরতীক্রম্য।

অনুবাদ

অবশেষে সেই ধর্মকর্ম ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি রহিত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট হলে, তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজনের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে দুঃসহ উদ্বেগে পতিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

তস্যৈবং ধ্যায়তো দীর্ঘং নষ্টরায়স্তপস্বিনঃ ।
খিদ্যতো বাষ্পকণ্ঠস্য নির্বেদঃ সুমহানভূৎ ॥ ১৩ ॥

তস্য—তাঁর; **এবম্**—এইভাবে; **ধ্যায়তঃ**—চিন্তা করে; **দীর্ঘম্**—দীর্ঘকাল ধরে; **নষ্টরায়ঃ**—যাঁর সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে; **তপস্বিনঃ**—সন্তপ্ত; **খিদ্যতঃ**—খেদ

করেছিলেন; **বাষ্প-কণ্ঠস্য**—অশ্রুধারায় রুদ্ধকণ্ঠ; **নির্বেদঃ**—বৈরাগ্যবোধ; **সু-মহান্**—প্রচণ্ডভাবে; **অভূৎ**—উদয় হয়েছিল।

অনুবাদ

সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি নিদারুণ যন্ত্রণা এবং অনুশোচনা বোধ করছিলেন। অশ্রুধারায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে, তিনি তাঁর ভাগ্য নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করতে থাকেন। তখন তাঁর মধ্যে এক তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে এই ব্রাহ্মণ ধার্মিক জীবনের শিক্ষা লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অপরাধজনক ব্যবহারের দ্বারা অতীতের সত্ত্বগুণ আবৃত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তাঁর মধ্যে তাঁর অতীতের শুদ্ধতা পুনর্জাগরিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

স চাহেদমহো কষ্টং বৃথাত্মা মেঽনুতাপিতঃ ।
ন ধর্মায় ন কামায় যস্যার্থায়াস ঈদৃশঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—তিনি; **চ**—এবং; **আহ**—বললেন; **ইদম্**—এই; **অহো**—হায়; **কষ্টম্**—যন্ত্রণাদায়ক দুর্ভাগ্য; **বৃথা**—বৃথা; **আত্মা**—নিজেকে; **মে**—আমার; **অনুতাপৈঃ**—অনুতপ্ত; **ন**—না; **ধর্মায়**—ধর্মপরায়ণতার জন্য; **ন**—অথবা নয়; **কামায়**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য; **যস্য**—যার; **অর্থ**—সম্পদের জন্য; **আয়াসঃ**—পরিশ্রম; **ঈদৃশঃ**—ঠিক এইরূপ।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণ বললেন—হায়, কি মহাদুর্ভাগ্য আমার। অর্থের জন্য কঠোর সংগ্রাম করে নিজেকে কেবল বৃথা কষ্ট প্রদান করেছি, আর সে অর্থ কিন্তু আমার ধর্মকর্ম অথবা জাগতিক ভোগের জন্যও উদ্দিষ্ট ছিল না।

শ্লোক ১৫

প্রায়েণার্থাঃ কদর্যাণাং ন সুখায় কদাচন ।
ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায় চ ॥ ১৫ ॥

প্রায়েণ—সাধারণত; **অর্থাঃ**—বিভিন্ন প্রকার বিত্ত; **কদর্যাণাম্**—কৃপণদের; **ন**—করে না; **সুখায়**—সুখপ্রদ; **কদাচন**—কখনও; **ইহ**—এই জীবনে; **চ**—উভয়; **আত্ম**—নিজের; **উপতাপায়**—কষ্টপ্রদ; **মৃতস্য**—এবং সে মারা গেলে তার, **নরকায়**—নরকগতি হলে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সাধারণত, কৃপণের ধন কখনও তাকে সুখ প্রদান করে না। ইহজগতে তা আত্মকেশের কারণ হয়, আর তারা মারা গেলে সেই ধন তাদেরকে নরকে প্রেরণ করে।

তাৎপর্য

কৃপণ মানুষ এমনকি তার করণীয় ধর্মকর্ম বা সামাজিক কর্তব্যেও তার অর্থ ব্যয় করতে ভীত হয়। ভগবান এবং জনসাধারণের নিকট অপরাধ করে, সে নরকে গমন করে।

শ্লোক ১৬

যশো যশস্বিনাং শুদ্ধং শ্লাঘ্যা যে গুণিনাং গুণাঃ ।
লোভঃ স্বল্পোঽপি তান্ হন্তি শ্বিত্রো রূপমিবেপ্সিতম্ ॥ ১৬ ॥

যশঃ—খ্যাতি; যশস্বিনাম্—খ্যাতিমান মানুষের; শুদ্ধম্—শুদ্ধ; শ্লাঘ্যাঃ—প্রশংসনীয়; যে—যেটি; গুণিনাম্—গুণীজনের; গুণাঃ—গুণাবলী, লোভঃ—লোভ; সু-অল্পঃ—স্বল্প; অপি—এমনকি; তান্—এই সকল; হন্তি—ধ্বংস করে; শ্বিত্রঃ—শ্বেত কুষ্ঠ; রূপম্—দৈহিক সৌন্দর্য; ইব—ঠিক যেমন; ঈপ্সিতম্—লোভনীয়।

অনুবাদ

একটুখানি শ্বেত কুষ্ঠের দাগে যেমন মানুষের আকর্ষণীয় দৈহিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেয়, ঠিক তেমনই খ্যাতিমান মানুষের যাবতীয় সুখ্যাতি এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে যা কিছু প্রশংসনীয় গুণাবলী দেখা যায়, তা সবই নষ্ট হয়ে যায় কেবল একটুখানি লোভের জন্য।

শ্লোক ১৭

অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে ।
নাশেপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তাভ্রমো নৃণাম্ ॥ ১৭ ॥

অর্থস্য—সম্পদের; সাধনে—উপার্জনে; সিদ্ধে—লাভে; উৎকর্ষে—বর্ধনে; রক্ষণে—রক্ষণে; ব্যয়ে—ব্যয়ে; নাশ—লোকসানে; উপভোগে—এবং উপভোগে; আয়াসঃ—পরিশ্রম; ত্রাসঃ—ভয়; চিন্তা—উদ্বেগ; ভ্রমঃ—বিভ্রম; নৃণাম্—মানুষের জন্য।

অনুবাদ

সম্পদ উপার্জনে, তা লাভ করে, বর্ধন করে, রক্ষা করতে, ব্যয় করতে, তার লোকসান হলে এবং তা ভোগ করতে গিয়ে, সমস্ত মানুষই প্রচণ্ড পরিশ্রম, ভয়, উদ্বেগ এবং বিভ্রান্তি অনুভব করে থাকে।

শ্লোক ১৮-১৯

স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্ধা ব্যসনানি চ ॥ ১৮ ॥
এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলা মতা নৃণাম্ ।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ ॥ ১৯ ॥

স্তেয়ম্—চৌর্য; **হিংসা**—হিংস্রতা; **অনৃতম্**—মিথ্যা ভাষণ; **দম্ভঃ**—কপটতা; **কামঃ**—কাম বাসনা; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **স্ময়ঃ**—বিভ্রান্তি; **মদঃ**—গর্ব; **ভেদঃ**—অনৈক্য; **বৈরম্**—শত্রুতা; **অবিশ্বাসঃ**—অবিশ্বাস; **সংস্পর্ধা**—প্রতিদ্বন্দ্বিতা; **ব্যসনানি**—বিপদ সমূহ (স্ত্রীলোক, জুয়া এবং নেশা থেকে যা আসে); **চ**—এবং; **এতে**—এই সকল; **পঞ্চদশ**—পনেরো; **অনর্থা**—অনর্থ; **হি**—বস্তুত; **অর্থমূলাঃ**—অর্থের উপর ভিত্তি করে; **মতাঃ**—জানা যায়; **নৃণাম্**—মানুষের দ্বারা; **তস্মাৎ**—সুতরাং; **অনর্থম্**—অবাঞ্ছিত বস্তু; **অর্থ-আখ্যম্**—অর্থ, যাকে বলা হয় বাঞ্ছিত; **শ্রেয়ঃ-অর্থী**—যিনি জীবনের অন্তিম কল্যাণ কামনা করেন; **দূরতঃ**—অনেক দূরে; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

সম্পদের লোভে মানুষ পনেরটি অবাঞ্ছিত গুণের দ্বারা কলুষিত হয় যেমন, চৌর্য, হিংস্রতা, মিথ্যা ভাষণ, কপটতা, কাম বাসনা, ক্রোধ, বিভ্রান্তি, গর্ব, কলহ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, হিংসা, এবং স্ত্রীলোকের দ্বারা সংঘটিত বিপদসমূহ। এই সমস্ত গুণাবলী অবাঞ্ছিত হলেও মানুষ অনর্থক সেগুলির প্রতি মূল্য আরোপ করে। সুতরাং যিনি জীবনের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে অবাঞ্ছনীয় জড় ঐশ্বর্য থেকে দূরে থাকা।

তাৎপর্য

অনর্থমর্থাখ্যম্ অর্থাৎ "অবাঞ্ছিত সম্পদ" শব্দটি সূচিত করে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যে সম্পদকে দক্ষতার সঙ্গে উপযোগ করা যায় না। এইরূপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ বা সম্পদ নিঃসন্দেহে উপরিলিখিত গুণাবলীর দ্বারা মানুষকে কলুষিত করবে, আর তাই তা ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ২০

ভিদ্যন্তে ভ্রাতরো দারাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা ।
একাস্নিগ্ধাঃ কাকিণিনা সদ্যঃ সর্বেঽরয়ঃ কৃতাঃ ॥ ২০ ॥

ভিদ্যন্তে—ভেঙ্গে দেয়; ভ্রাতরঃ—ভ্রাতৃগণকে; দারাঃ—স্ত্রী; পিতরঃ—পিতামাতা; সুহৃদঃ—বন্ধুবান্ধব; তথা—এবং; এক—একার মতো; আস্নিগ্ধাঃ—অত্যন্ত প্রিয়; কাকিণিনা—একটি ক্ষুদ্র মুদ্রার দ্বারা; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ, সর্বে—তারা সকলে; অরয়ঃ—শত্রুগণ; কৃতাঃ—করা হয়।

অনুবাদ

মানুষের ভ্রাতা, ভার্যা, পিতামাতা এবং বন্ধুবান্ধব, যারা তার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্কে আবদ্ধ, এমনকি তারাও একটি মুদ্রা নিয়ে শত্রুতা করে তৎক্ষণাৎ তাদের স্নেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে।

শ্লোক ২১

অর্থেনাল্পীয়সা হ্যেতে সংরব্ধা দীপ্তমন্যবঃ ।
ত্যজন্ত্যাশু স্পৃধো ঘ্নন্তি সহসোৎসৃজ্য সৌহৃদম্ ॥ ২১ ॥

অর্থেন—সম্পদের দ্বারা; অল্পীয়সা—নগণ্য, হি—এমনকি; এতে—তারা; সংরব্ধাঃ—ক্ষিপ্ত; দীপ্ত—জ্বলে ওঠে; মন্যবঃ—তাদের ক্রোধ; ত্যজন্তি—ত্যাগ করে; আশু—খুব সত্বর; স্পৃধঃ—কলহ পরায়ণ হয়ে; ঘ্নন্তি—ধ্বংস করে, সহসাঃ—শীঘ্র; উৎসৃজ্য—প্রত্যাখ্যান করে; সৌহৃদম্—সুনাম।

অনুবাদ

সামান্য কিছু অর্থের জন্যও এই সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ক্রোধাগ্নি জ্বলে ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো খুব সত্বর তারা প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের ভাবাবেগ, সব ত্যাগ করে মুহূর্তমধ্যে একে অপরকে প্রত্যাখ্যান করে, হত্যা পর্যন্ত করতে পারে।

শ্লোক ২২

লব্ধ্বা জন্মামরপ্রার্থ্যং মানুষ্যং তদ্ দ্বিজাগ্র্যতাম্ ।
তদানাদৃত্য যে স্বার্থং ঘ্নন্তি যান্ত্যশুভাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

লব্ধ্বা—লাভ করে; জন্ম—জন্ম; অমর—দেবতাদের দ্বারা; প্রার্থ্যম্—প্রার্থনীয়; মানুষ্যম্—মানুষ; তৎ—এবং তার মধ্যে; দ্বিজ-আগ্র্যতাম্—দ্বিজশ্রেষ্ঠ পর্যায়; তৎ—সেই; অনাদৃত্য—প্রশংসা না করে; যে—যারা; স্ব-অর্থম্—তাদের নিজ স্বার্থ; ঘ্নন্তি—ধ্বংস করে; যান্তি—গমন করে; অশুভাম্—অশুভ, গতিম্—গতি।

অনুবাদ

যাঁরা দেবগণের প্রার্থনীয় মনুষ্য জীবন লাভ করে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন তাঁরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। তাঁরা যদি এই গুরুত্বপূর্ণ

সুযোগের অবহেলা করেন, তবে তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের প্রকৃত স্বার্থ বিনষ্ট করছেন, আর এইভাবে তাঁরা চরম দুর্ভাগ্য লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এইরূপ ভাষ্য করেছেন—মনুষ্য জন্ম হচ্ছে দেবতা, ভূতপ্রেত, অশরিরী আত্মা, পশু, বৃক্ষ, প্রাণহীন পাথর, ইত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা দেবগণ কেবলই স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেন, আর অন্যান্য জীবযোনিতে রয়েছে অত্যন্ত কষ্ট। কেবলমাত্র মনুষ্য জীবনেই জীব তার পরম কল্যাণের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে। সুতরাং মনুষ্য জীবন হচ্ছে দেবজন্ম অপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয়", মনুষ্য জন্মে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। তবে কোন ব্রাহ্মণ যদি ভগবদ্ভক্তি ত্যাগ করে কেবলমাত্র তার সমাজের মান বর্ধনের জন্য শূদ্রের মতো কঠোর পরিশ্রম করে, তবে অবশ্যই সে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির স্তরে রয়েছে। ব্রাহ্মণের বিশেষ যোগ্যতা হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান, যার দ্বারা তারা উপলব্ধি করবে যে, প্রতিটি জীবই হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস। নিরহংকার ব্রাহ্মণ, অনুভব করেন তিনি নিজে তৃণ অপেক্ষা হীন আর তিনি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে সমস্ত জীবকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। সমস্ত মানুষের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের উচিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা, কৃষ্ণভাবনামৃত অবহেলা করে আত্মস্বার্থঘাতী না হওয়া। এইরূপ অবহেলা মানুষকে ভবিষ্যৎ দুঃখের পথে এগিয়ে দেয়।

শ্লোক ২৩

স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্ ।
দ্রবিণে কোঽনুষজ্জেত মর্ত্যোঽনর্থস্য ধামনি ॥ ২৩ ॥

স্বর্গ—স্বর্গের; **অপবর্গয়োঃ**—এবং মুক্তি; **দ্বারম্**—দ্বার; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **লোকম্**—মনুষ্য জীবন; **ইমম্**—এই; **পুমান্**—মানুষ; **দ্রবিণে**—সম্পত্তিতে; **কঃ**—কে; **অনুসজ্জেত**—আসক্ত হবে; **মর্ত্যঃ**—মৃত্যুপ্রবণ; **অনর্থস্য**—অযোগ্যতার; **ধামনি**—অংশে।

অনুবাদ

স্বর্গ এবং মুক্তির দ্বারদেশ, এই মনুষ্য জীবন লাভ করে কোন্ মরণশীল ব্যক্তি জড় সম্পদ রূপ, অনর্থময় জগতের প্রতি স্বেচ্ছায় আসক্ত হবেন?

তাৎপর্য

ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে যা কিছু ব্যবহার করতে মনস্থ করা হয়, তাকে বলে জড় সম্পদ, পক্ষান্তরে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যা কিছু সামগ্রী ব্যবহার

করা হয় তা সবই চিন্ময় বলে বুঝতে হবে। আমাদের উচিত সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ সেবায় উপযোগ করে আমাদের জড় সম্পত্তি পরিত্যাগ করা। কোন ব্যক্তির যদি বিলাসবহুল প্রাসাদ থাকে তবে তাঁর উচিত সেখানে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিতভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য অনুষ্ঠান করা। তেমনই, সম্পদ ব্যবহার করতে হবে, ভগবানের মন্দির নির্মাণ, আর পরমেশ্বর ভগবানের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সমন্বিত গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতে। যে ব্যক্তি ভগবানের সেবায় উপযোগ না করে অন্ধের মতো জাগতিক সম্পত্তি পরিত্যাগ করেন, তিনি বুঝতে পারেননি যে সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। এইরূপ অন্ধ বৈরাগ্য হচ্ছে জড় ধারণাভিত্তিক, যেমন "এই সম্পত্তিটি আমার হতে পারতো, কিন্তু আমি এটি চাই না।" প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত কিছুই ভগবানের; এই ব্যাপারটি বুঝতে পারলে মানুষ এই জগতের কোন কিছুকেই ভোগ বা ত্যাগ করতে চেষ্টা না করে, সেগুলিকে শান্তিপূর্ণভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন।

শ্লোক ২৪

দেবর্ষিপিতৃভূতানি জ্ঞাতীন্ বন্ধুংশ্চ ভাগিনঃ ।
অসংবিভজ্য চাত্মানং যক্ষবিত্তঃ পতত্যধঃ ॥ ২৪ ॥

দেব—দেবগণ; **ঋষি**—ঋষিগণ; **পিতৃ**—পূর্বপুরুষগণ; **ভূতানি**—এবং সাধারণ জীবেরা, **জ্ঞাতীন্**—জ্ঞাতিগোষ্ঠী; **বন্ধুন্**—পরিবর্ধিত পরিবার; **চ**—এবং; **ভাগিনঃ**—অংশীদারগণকে; **অসংবিভজ্য**—বিতরণ না করে; **চ**—এবং; **আত্মানম্**—নিজেকে; **যক্ষবিত্তঃ**—যক্ষের মতো সম্পত্তিশালী; **পততি**—পতিত হয়; **অধঃ**—নীচে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার সম্পত্তির বৈধ অংশীদার, যেমন—দেবগণ, ঋষিগণ, পূর্বপুরুষগণ এবং সাধারণ জীবেরা, আর সেই সঙ্গে তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী, কুটুম্ব এবং সেই ব্যক্তি স্বয়ং—তাদের নিকট সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করতে অসমর্থ হয়। সে তার সম্পত্তি কেবল যক্ষের মতো রক্ষা করছে যার দ্বারা তার পতন হবে।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তি উপরি লিখিত অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গকে ভাগ করে না দেয় এবং সে সম্পদ নিজেও ভোগ না করে, সে নিশ্চয় জীবনে অশেষ দুঃখ ভোগ করবে।

শ্লোক ২৫

ব্যর্থয়ার্থেহয়া বিত্তং প্রমত্তস্য বয়ো বলম্ ।
কুশলা যেন সিধ্যন্তি জরঠঃ কিং নু সাধয়ে ॥ ২৫ ॥

ব্যর্থয়া—অনর্থক; অর্থ—সম্পদের জন্য; ঈহয়া—প্রচেষ্টার দ্বারা; বিত্তম্—অর্থ; প্রমত্তস্য—প্রমত্তের; বয়ঃ—যৌবন; বলম্—শক্তি; কুশলাঃ—যারা সুমেধা সম্পন্ন; যেন—যার দ্বারা; সিধ্যন্তি—সিদ্ধ হন; জরঠঃ—বৃদ্ধ ব্যক্তি; কিম্—কি; নু—বস্তুত; সাধয়ে—লাভ করতে পারি কি।

অনুবাদ

সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁদের অর্থ, যৌবন এবং দৈহিক শক্তি সিদ্ধি লাভের জন্য উপযোগ করতে সক্ষম। কিন্তু আমি বিবশ হয়ে, আরও অর্থের জন্য প্রচেষ্টা করে এই সমস্তই বৃথা অপচয় করেছি। এখন আমি বৃদ্ধ, আর কী লাভ করতে পারব।

শ্লোক ২৬

কস্মাৎ সংক্লিশ্যতে বিদ্বান্ ব্যর্থয়ার্থেহয়াসকৃৎ ।
কস্যচিন্মায়য়া নূনং লোকোঽয়ং সুবিমোহিতঃ ॥ ২৬ ॥

কস্মাৎ—কেন; সংক্লিশ্যতে—কষ্ট পায়; বিদ্বান্—জ্ঞানী ব্যক্তি; ব্যর্থয়া—বৃথা; অর্থ-ঈহয়া—ধন লাভের প্রচেষ্টায়; অসকৃৎ—প্রতিনিয়ত; কস্যচিৎ—কারও; মায়য়া—মায়া শক্তির দ্বারা; নূনম্—নিশ্চিতরূপে; লোকঃ—এই জগৎ; অয়ম্—এই; সুবিমোহিতঃ—প্রচণ্ড বিভ্রান্ত।

অনুবাদ

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অর্থ লাভের প্রচেষ্টায় কেন প্রতিনিয়ত বৃথা ক্লেশ ভোগ করবেন? বাস্তবে, সারা জগতই কারও মায়া শক্তির দ্বারা অত্যন্ত বিভ্রান্ত।

শ্লোক ২৭

কিং ধনৈর্ধনদৈর্বা কিং কামৈর্বা কামদৈরুত ।
মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য কর্মভির্বোত জন্মদৈঃ ॥ ২৭ ॥

কিম্—কি প্রয়োজন; ধনৈঃ—বিভিন্ন প্রকার সম্পদ; ধনদৈঃ—ধন দাতা; বা—বা; কিম্—কি প্রয়োজন; কামৈঃ—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সামগ্রী; বা—বা; কামদৈঃ—যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রদান করে; উত—অথবা; মৃত্যুনা—মৃত্যুর দ্বারা; গ্রস্যমানস্য—যিনি গ্রাস হচ্ছেন, তাঁর জন্য; কর্মভিঃ—সকাম কর্মের দ্বারা; বা উত—অন্যথায়; জন্মদৈঃ—পরবর্তী জন্মপ্রদ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি মৃত্যুর দ্বারা কবলিত তার জন্য ধন অথবা ধন দাতার, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দাতা, অথবা সেই বস্তু, যা কোন প্রকার সকাম কর্ম, যা তার এই জগতে পুনরায় জন্ম গ্রহণের কারণ মাত্র হয়, তার এই সমস্ত কিছুর কী প্রয়োজন?

শ্লোক ২৮

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্বদেবময়ো হরিঃ ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ ॥ ২৮ ॥

নূনম্—নিশ্চিতরূপে; মে—আমার সঙ্গে; ভগবান্—পরম পুরুষ ভগবান; তুষ্টঃ—সন্তুষ্ট; সর্বদেবময়ঃ—সমস্ত দেবগণ সমন্বিত, হরিঃ—ভগবান বিষ্ণু; যেন—যার দ্বারা; নীতঃ—আমি আনিত হয়েছি; দশাম্—দশাতে; এতাম্—এই; নির্বেদঃ—অনাসক্তি; চ—এবং; আত্মনঃ—নিজের; প্লবঃ—নৌকা (আমাকে ক্লেশপূর্ণ ভব সমুদ্র থেকে উদ্ধার করতে)।

অনুবাদ

সর্বদেব সমন্বিত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরি নিশ্চয় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাকে এই ক্লেশদায়ক অবস্থায় আনয়ন করেছেন এবং আমাকে বৈরাগ্য অনুভব করতে বাধ্য করেছেন, যে বৈরাগ্য হচ্ছে আমাকে ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ করার জন্য নৌকাস্বরূপ।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সকাম কর্মের ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়ক পুরস্কার প্রদানকারী দেবগণ জীবনের পরম কল্যাণ সাধন করতে পারেন না। সর্বস্বান্ত হয়ে ব্রাহ্মণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সর্বদেবময় পরমেশ্বর ভগবান, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রদান না করে, তার পরিবর্তে জড় ভোগরূপী সমুদ্র থেকে তাঁকে উদ্ধার করে পরম সিদ্ধি প্রদান করেছেন। এইভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চর্চা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে বৈরাগ্যের ফলে ব্রাহ্মণের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়েছিল।

শ্লোক ২৯

সোঽহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেঽঙ্গমাত্মনঃ ।
অপ্রমত্তোঽখিলস্বার্থে যদি স্যাৎ সিদ্ধ আত্মনি ॥ ২৯ ॥

সঃ অহম্—আমি; কাল-অবশেষেণ—অবশিষ্ট সময় দিয়ে; শোষয়িষ্যে—সংযত করব; অঙ্গম্—এই শরীর; আত্মনঃ—আমার; অপ্রমত্তঃ—অবিভ্রান্ত; অখিল—সমস্ত; স্ব-অর্থে—প্রকৃত স্বার্থে; যদি—যদি; স্যাৎ—কোনও (সময়) বাকী থাকে; সিদ্ধঃ—সন্তুষ্ট; আত্মনি—নিজের মধ্যে।

অনুবাদ

আমার জীবনের যদি কোনও সময় বাকী থাকে তবে আমি তপস্যা করে জোরপূর্বক একান্ত অপরিহার্য দৈহিক প্রয়োজনের মাধ্যমে জীবন ধারণ করব। আর বিভ্রান্ত না হয়ে আমি আমার জীবনের সর্বাঙ্গীন আত্মকল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা করে আত্মতুষ্ট থাকব।

শ্লোক ৩০

তত্র মামনুমোদেরন্ দেবাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ।
মুহূর্তেন ব্রহ্মলোকং খট্বাঙ্গঃ সমসাধয়ৎ ॥ ৩০ ॥

তত্র—এই ব্যাপারে; মাম—আমার সঙ্গে; অনুমোদেরন্—কৃপা করে তাঁরা যেন তুষ্ট হন; দেবাঃ—দেবগণ; ত্রি-ভুবন—ত্রিভুবনের; ঈশ্বরাঃ—নিয়ামকগণ; মুহূর্তেন—মুহূর্তমধ্যে; ব্রহ্মলোকম্—চিদ্‌জগতে; খট্বাঙ্গঃ—খট্বাঙ্গ মহারাজ; সমসাধয়ৎ—লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ত্রিভুবনের অধিষ্ঠাতাদেবগণ যেন আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক করুণা প্রদর্শন করেন। বাস্তবে, খট্বাঙ্গ মহারাজ মুহূর্তমধ্যে চিন্ময় জগতে উপনীত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

অবন্তী নগরের ব্রাহ্মণ ভেবেছিলেন যে, বার্ধক্যের জন্য যে কোন মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। খট্বাঙ্গ মহারাজ মুহূর্তমধ্যে যেমন বৈকুণ্ঠ জগতে উপনীত হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে, মহারাজ খট্বাঙ্গ দেবতাদের হয়ে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন, তাই তাঁরা খুশী হয়ে রাজার ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও বর তাঁকে প্রদান করতে চেয়েছিলেন। মহারাজ খট্বাঙ্গ তখন তাঁর জীবনের অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। আর তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর আয়ু বাকি রয়েছে কেবলই এক মুহূর্ত। মহারাজ তখন তাই তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে বৈকুণ্ঠজগতে উপনীত হয়েছিলেন। ভগবদ্ভক্ত দেবগণের আশীর্বাদ নিয়ে দেহত্যাগ করার পূর্বে তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার আশা করেছিলেন; তাই অবন্তী নগরের ব্রাহ্মণও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যভিপ্রেত্য মনসা হ্যাবন্ত্যো দ্বিজসত্তমঃ ।
উন্মুচ্য হৃদয়গ্রন্থীন্ শান্তো ভিক্ষুরভূন্মুনিঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অভিপ্রেত্য**—সিদ্ধান্ত করে; **মনসা**—মনে মনে; **হি**—বস্তুত; **আবন্ত্যঃ**—অবন্তী নগরের; **দ্বিজসত্তমঃ**—পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ; **উন্মুচ্য**—উন্মোচন করে; **হৃদয়**—তাঁর হৃদয়ে; **গ্রন্থীন্**—(বাসনার) গ্রন্থী; **শান্তঃ**—শান্ত; **ভিক্ষুঃ**—ভিক্ষুক সন্ন্যাসী; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **মুনিঃ**—মৌনী।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে থাকলেন—এইভাবে দৃঢ়চিত্ত হয়ে অবন্তী নগরের সেই পরম পুণ্যবান ব্রাহ্মণ তাঁর হৃদয়গ্রন্থী সকল উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তখন একজন শান্ত, মৌনী ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

স চচার মহীমেতাং সংযতাত্মেন্দ্রিয়ানিলঃ ।
ভিক্ষার্থং নগরগ্রামানসঙ্গোঽলক্ষিতোঽবিশৎ ॥ ৩২ ॥

সঃ—তিনি; **চচার**—ভ্রমণ করতেন; **মহীম্**—বিশ্ব; **এতাম্**—এই; **সংযত**—সংযত; **আত্ম**—তাঁর চেতনা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **অনিলঃ**—এবং প্রাণবায়ু; **ভিক্ষা-অর্থম্**—দান গ্রহণের উদ্দেশ্যে; **নগর**—নগর; **গ্রামান্**—এবং গ্রাম সকল; **অসঙ্গঃ**—সঙ্গ বর্জিত হয়ে; **অলক্ষিতঃ**—নিজেকে প্রাধান্য না দিয়ে, এইভাবে অবিজ্ঞাত; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেন।

অনুবাদ

তিনি তাঁর বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সকল এবং প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সারা বিশ্বে ভ্রমণ করেছিলেন। ভিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি বিভিন্ন নগর ও গ্রামে একা ভ্রমণ করতেন। তিনি তাঁর উন্নত পারমার্থিক পদের কোন প্রচার না করার জন্য, অন্যদের নিকট অবিজ্ঞাত ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মত অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে পূর্ণরূপে আশ্রয় গ্রহণের মুখ্য প্রতীক হচ্ছে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করা। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের তিনটি দণ্ড সমন্বিত ত্রিদণ্ড ধারণের অর্থ হচ্ছে, তিনি তাঁর

কায়-মন-এবং বাক্য কেবলমাত্র ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করে সংযত হয়েছেন। কঠোরভাবে কায়, মন এবং বাক্য সংযম করার পদ্ধতি অবলম্বন করলে, অন্যদের প্রতি ক্ষমা, কখনও সময়ের অপচয় না করা, ইন্দ্রিয়তর্পণে অনাসক্তি, নিজের কার্যে অনহংকার এবং মুক্তিকামনা—এই সমস্ত গুণাবলী অর্জনের শক্তিলাভ হয়। এইভাবে বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু হওয়া, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালনের পক্ষে তা আমাদের সহায়ক হয়। এইভাবে আমরা জাগতিক লোকেদের ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য একে অপরকে তোষামোদ এবং শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত স্নেহের সম্পর্কের মনোভাব ত্যাগ করতে পারি। কঠোরভাবে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে, আমরা ভগবদাশ্রয় লাভ করতে পারি।

শ্লোক ৩৩

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ ।
দৃষ্ট্বা পর্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

তম্—তাঁকে; **বৈ**—বস্তুত; **প্রবয়সম্**—বৃদ্ধ; **ভিক্ষুম্**—ভিক্ষুক; **অবধূতম্**—অপরিচ্ছন্ন; **অসৎ**—নীচু শ্রেণী; **জনাঃ**—লোকেরা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পর্যভবন্**—অসম্মানিত; **ভদ্র**—হে কৃপালু উদ্ধব, **বহ্বীভিঃ**—বহু কিছুর দ্বারা; **পরিভূতিভিঃ**—অপমান।

অনুবাদ

হে কৃপালু উদ্ধব, তাঁকে বৃদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন ভিখারি দেখে, অভদ্র লোকেরা তাঁকে বিভিন্নভাবে অসম্মান এবং অপমান করত।

শ্লোক ৩৪

কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্ ।
পীঠং চৈকেঽক্ষসূত্রং চ কন্থাং চীরাণি কেচন ।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্মুনেঃ ॥ ৩৪ ॥

কেচিৎ—কেউ কেউ; **ত্রিবেণুম্**—সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ড; **জগৃহুঃ**—তারা কেড়ে নিয়েছিল; **একে**—কেউ; **পাত্রম্**—তাঁর ভিক্ষাপাত্র; **কমণ্ডলুম্**—জলপাত্র, **পীঠম্**—আসন; **চ**—এবং; **একে**—কেউ; **অক্ষসূত্রম্**—জপমালা; **চ**—এবং; **কন্থাম্**—কাঁথা; **চীরাণি**—জীর্ণ; **কেচন**—তাদের কেউ; **প্রদায়**—ফিরিয়ে; **চ**—এবং; **পুনঃ**—পুনরায়; **তানি**—তারা; **দর্শিতানি**—যা দেখানো হচ্ছিল; **আদদুঃ**—তারা কেড়ে নিয়েছিল; **মুনেঃ**—মুনির।

অনুবাদ

এই সমস্ত লোকেদের কেউ তাঁর সন্ন্যাস দণ্ড, আবার কেউ তাঁর ভিক্ষাপাত্র রূপে ব্যবহৃত কমণ্ডুল অপহরণ করত। কেউ তাঁর অজিন আসন, কেউ জপের মালাটি, আবার কেউ তাঁর ছেঁড়া কাঁথা-কম্বল চুরি করত। তাঁকে এই সমস্ত দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে দেওয়ার ভান করে, সেগুলো আবার লুকিয়ে রাখত।

শ্লোক ৩৫

অন্নং চ ভৈক্ষ্যসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে ।
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্ধনি ॥ ৩৫ ॥

অন্নম্—খাদ্য; চ—এবং; ভৈক্ষ্য—তাঁর ভিক্ষার দ্বারা; সম্পন্নম্—লব্ধ; ভুঞ্জানস্য—ভোজন করতে যাবেন এমন ব্যক্তির; সরিৎ—নদীর; তটে—তীরে; মূত্রয়ন্তি—তারা প্রস্রাব করে দেয়; চ—এবং; পাপিষ্ঠাঃ—মহাপাপিষ্ঠ লোকেরা; ষ্ঠীবন্তি—থুতু দেয়; অস্য—তাঁর; চ—এবং; মূর্ধনি—তাঁর মস্তকে।

অনুবাদ

যখন তিনি তাঁর ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু আহারের জন্য নদীর তীরে উপবেশন করতেন, তখন সেই সমস্ত পাপিষ্ঠ মূর্খরা এসে তাতে প্রস্রাব করে দিত, আর এমনকি তাঁর মস্তকে তারা থুতু দিতেও দ্বিধাবোধ করত না।

শ্লোক ৩৬

যতবাচং বাচয়ন্তি তাড়য়ন্তি ন বক্তি চেৎ ।
তর্জয়ন্ত্যপরে বাগ্‌ভিঃ স্তেনোঽয়মিতি বাদিনঃ ।
বধ্নন্তি রজ্জ্বা তং কেচিদ্ বধ্যতাং বধ্যতামিতি ॥ ৩৬ ॥

যত-বাচম্—মৌন-ব্রত অবলম্বী; বাচয়ন্তি—তাঁকে কথা বলাতে চেষ্টা করতো; তাড়য়ন্তি—তারা প্রহার করে; ন বক্তি—তিনি কথা বলেন না; চেৎ—যদি; তর্জয়ন্তি—ভালভাবে কথা বলার ভান করতো; অপরে—অন্যেরা; বাগ্‌ভিঃ—বাক্যের দ্বারা; স্তেন—চোর; অয়ম্—এই লোক; ইতি—এইভাবে; বাদিনঃ—বলতো; বধ্নন্তি—বন্ধন করতো; রজ্জ্বা—দড়ি দিয়ে; তম্—তাঁকে; কেচিৎ—কেউ; বধ্যতাম্ বধ্যতাম্—"ওকে বাঁধ! ওকে বাঁধ!"; ইতি—এইভাবে বলে।

অনুবাদ

তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করলেও, তারা তাঁকে কথা বলাতে চেষ্টা করতো, তিনি কথা না বললে তারা তাঁকে লাঠি দিয়ে প্রহার করতো। অন্যেরা তাঁকে "এই

লোকটি আসলে চোর"—বলে ভর্ৎসনা করতো। আবার অন্যেরা, "ওকে বাঁধ! ওকে বাঁধ!" বলে চিৎকার করে দড়ি দিয়ে বাঁধতো।

শ্লোক ৩৭

ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্মধ্বজঃ শঠঃ ।
ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্ঝিতঃ ॥ ৩৭ ॥

ক্ষিপন্তি—তারা উপহাস করে; একে—কেউ; অবজানন্তঃ—অপমান করে; এষ—এই ব্যক্তি; ধর্মধ্বজঃ—ধর্মধ্বজী; শঠঃ—প্রতারক; ক্ষীণবিত্তঃ—সম্পদ হারা; ইমাম্—এই; বৃত্তিম্—বৃত্তি; অগ্রহীৎ—গ্রহণ করেছে; স্বজন—তার পরিবারের দ্বারা; উজ্ঝিতঃ—পরিত্যক্ত।

অনুবাদ

"এই লোকটি আসলে একটি ভণ্ড এবং প্রতারক। ধন-সম্পত্তি হারালে, তার পরিবারের লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করায়, সে এখন ধর্মের বৃত্তি অবলম্বন করেছে।" এই সব বলে তারা তাঁকে উপহাস এবং অপমান করতো।

শ্লোক ৩৮-৩৯

অহো এষ মহাসারো ধৃতিমান্ গিরিরাডিব ।
মৌনেন সাধয়ত্যর্থং বকবদ্ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
ইত্যেকে বিহসন্ত্যেনমেকে দুর্বাতয়ন্তি চ ।
তং ববন্ধুর্নিরুরুধুর্যথা ক্রীড়নকং দ্বিজম্ ॥ ৩৯ ॥

অহো—দেখ দেখ; এষঃ—এই লোক; মহাসারঃ—খুব তেজস্বী; ধৃতিমান্—ধৈর্যবান; গিরিরাট্—হিমালয় পর্বত; ইব—মতোই; মৌনেন—তাঁর মৌনব্রতে; সাধয়তি—সংগ্রাম করছেন; অর্থম্—তাঁর লক্ষ্যের জন্য; বকবৎ—বকের মতো; দৃঢ়—দৃঢ়; নিশ্চয়ঃ—তাঁর দৃঢ় নিষ্ঠা; ইতি—এইরূপ বলে; একে—কেউ; বিহসন্তি—পরিহাস করে; এনম্—তাঁকে; একে—কেউ; দুর্বাতয়ন্তি—অধোবায়ু ত্যাগ করে; চ—এবং; তম্—তাঁকে; ববন্ধুঃ—তাঁকে শেকল দিয়ে বাঁধে; নিরুরুধুঃ—আবদ্ধ করে রাখে; যথা—যেমন; ক্রীড়নকম্—পালিত পশু; দ্বিজম্—সেই ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

"দেখ তিনি একজন মহা তেজস্বী মুনি! হিমালয় পর্বতের মতো ধৈর্যশীল। বকের মতো প্রবল দৃঢ়নিষ্ঠার সঙ্গে মৌন অবলম্বন করে তিনি তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করছেন।"—এইরূপ বলে তারা তাঁকে পরিহাস করতো। অন্যেরা তাঁর

প্রতি অধোবায়ু ত্যাগ করতো। আবার কেউ কেউ সেই দ্বিজ ব্রাহ্মণকে পালিত পশুর মতো তাঁকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতো।

শ্লোক ৪০

এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকং চ যৎ ।
ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত ॥ ৪০ ॥

এবম্—এইভাবে; **স**—তিনি; **ভৌতিকম্**—অন্যান্য জীবের জন্য; **দুঃখম্**—দুঃখ; **দৈবিকম্**—উচ্চতর শক্তির জন্য; **দৈহিকম্**—তাঁর নিজের শরীরের জন্য; **চ**—এবং; **যৎ**—যা কিছু; **ভোক্তব্যম্**—ভোগ করার কথা; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **দিষ্টম্**—ভাগ্যের লিখন; **প্রাপ্তম্ প্রাপ্তম্**—যা কিছু লাভ হয়েছে, **অবুধ্যত**—তিনি বুঝেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বুঝেছিলেন যে, অন্যান্য জীব থেকে প্রাপ্ত ক্লেশ, প্রকৃতির উর্ধ্বতন শক্তি থেকে এবং তাঁর নিজ দেহ থেকে—যা কিছু ক্লেশ লাভ হচ্ছে, এ সবই অনিবার্য, কেননা এ সবই তাঁর ভাগ্যের লিখন।

তাৎপর্য

অনেক নিষ্ঠুর লোক ব্রাহ্মণকে হয়রান করেছে, তাঁর নিজদেহ তাঁকে জ্বর, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি প্রভৃতির দ্বারা ক্লেশ প্রদান করেছে। প্রকৃতির উর্ধ্বতন শক্তি হচ্ছে, অতিরিক্ত গরম, ঠাণ্ডা, ঝড় এবং বৃষ্টি। ব্রাহ্মণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর ক্লেশের কারণ হচ্ছে মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি, তাঁর দেহের সঙ্গে বাহ্য জগতের মিথষ্ক্রিয়া নয়। বাহ্যিক অবস্থাকে মানিয়ে নেওয়া অপেক্ষা তিনি চেষ্টা করেছিলেন তাঁর কৃষ্ণভাবনাকে মানিয়ে নিতে। এইভাবে নিত্য চিন্ময় আত্মারূপে তিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

পরিভূত ইমাং গাথামগায়ত নরাধমৈঃ ।
পাতয়দ্ভিঃ স্বধর্মস্থো ধৃতিমাস্থায় সাত্ত্বিকীম্ ॥ ৪১ ॥

পরিভূতঃ—অপমানিত; **ইমাম্**—এই; **গাথাম্**—গীত; **অগায়ত**—তিনি গেয়েছিলেন; **নর-অধমৈঃ**—নরাধমগণের দ্বারা; **পতয়দ্ভিঃ**—যারা তাঁর পতন ঘটাতে চেষ্টা করছিল; **স্বধর্ম**—তাঁর স্বধর্মে; **স্থঃ**—দৃঢ়নিষ্ঠ থেকে; **ধৃতিম্**—তাঁর সিদ্ধান্ত; **আস্থায়**—নিবিষ্ট করে; **সাত্ত্বিকীম্**—সত্ত্বগুণে।

অনুবাদ

যে সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাঁর পতন ঘটানোর চেষ্টা করছিল, তাদের দ্বারা অপমানিত হলেও তিনি তাঁর পারমার্থিক কর্তব্যে অবিচলিত ছিলেন। সত্ত্বগুণে তাঁর নিষ্ঠা স্থির করে তিনি এই গানটি গেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (১৮/৩৩) সত্ত্বগুণের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে—

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥

"হে পার্থ! যে অব্যভিচারিণী ধৃতি যোগ অভ্যাস দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী।"

যারা নাস্তিক, ভগবৎ ভক্তদের প্রতি হিংসাপরায়ণ, তাদেরকে বলা হয় *নরাধমাঃ* অর্থাৎ নিকৃষ্টতম মানুষ, তারা নিঃসন্দেহে নরকে গমন করবে। কখনও প্রত্যক্ষ আক্রমণ করে আর কখনও বা বিদ্রূপ করে, সর্বশক্তি দিয়ে তারা ভগবৎ-সেবার বিঘ্ন ঘটাতে চায়। ভক্তরা কিন্তু সত্ত্বগুণে দৃঢ় নিষ্ঠ এবং সহনশীল হয়ে থাকেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর শ্রীউপদেশামৃতে (১) বর্ণনা করেছেন—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

"সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ—এই ষড়বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে পারেন।"

শ্লোক ৪২

দ্বিজ উবাচ

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু-
র্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্মকালাঃ ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি
সংসারচক্রং পরিবর্তয়েদ্ যৎ ॥ ৪২ ॥

দ্বিজ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; ন—না; অয়ম্—এইসকল; জনঃ—লোক; মে—আমার; সুখ—সুখের; দুঃখ—এবং দুঃখ; হেতুঃ—কারণ; ন—নয়; দেবতা—দেবগণ; আত্মা—আমার নিজ শরীর; গ্রহ—গ্রহগণ; কর্ম—আমার অতীত কর্ম; কালাঃ—অথবা কাল; মনঃ—মন; পরম্—বরং; কারণম্—কারণ; আমনন্তি—মহাজনগণ বলেন; সংসার—জড় জীবনের; চক্রম্—চক্র; পরিবর্তয়েৎ—ঘোরায়; যৎ—যা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—এই সমস্ত লোকেরা আমার সুখ এবং দুঃখের কারণ নয়। আবার দেবগণ, আমার নিজদেহ, গ্রহ-নক্ষত্র, আমার অতীত কর্ম, অথবা কাল কোনটিই নয়। বরং, সুখ-দুঃখ ঘটানো এবং জড় জীবন চক্রের একমাত্র কারণ হচ্ছে মন।

শ্লোক ৪৩

মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়-
স্ততশ্চ কর্মাণি বিলক্ষণানি ।
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি
তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি ॥ ৪৩ ॥

মনঃ—মন; গুণান্—প্রকৃতির গুণের ক্রিয়াকলাপ; বৈ—বস্তুত; সৃজতে—প্রকাশ করে; বলীয়ঃ—বলবান; ততঃ—সেই গুণাবলীর দ্বারা; চ—এবং; কর্মাণি—জড় কর্ম; বিলক্ষণানি—বিভিন্ন প্রকারের; শুক্লানি—শুক্ল (সত্ত্বগুণে); কৃষ্ণানি—কৃষ্ণ (তমোগুণে); অথ—এবং; লোহিতানি—লাল (রজোগুণে); তেভ্যঃ—সেই সমস্ত কর্ম থেকে; সবর্ণাঃ—সেই সেই বর্ণের; সৃতয়ঃ—সৃষ্ট অবস্থা; ভবন্তি—উদ্ভূত হয়।

অনুবাদ

শক্তিশালী মন প্রকৃতির গুণাবলীর কার্য সংঘটন করে, যা থেকে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের বিভিন্ন ধরনের জড় কর্মের উৎপত্তি হয়। প্রতিটি গুণের প্রভাব হেতু সেই সেই প্রকার জীবন ধারার উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

সত্ত্বগুণে মানুষ নিজেকে সাধু এবং জ্ঞানী বলে মনে করে, রজোগুণে জাগতিক সাফল্যের জন্য সংগ্রাম করে, আর তমোগুণে মানুষ হয় নিষ্ঠুর, অলস এবং পাপিষ্ঠ। জড় গুণের সংমিশ্রণে জীব নিজেকে দেবতা, রাজা, ধনী পুঁজিবাদী, জ্ঞানী পণ্ডিত ইত্যাদি বলে মনে করে। এই ধারণাগুলি হচ্ছে প্রকৃতির গুণজাত জড় উপাধি

এবং শক্তিশালী মনের ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগের প্রবণতা অনুসারে তারা নিজেদেরকে ব্যবস্থাপিত করে। এই শ্লোকে *বলীয়স* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "অত্যন্ত বলবান," অর্থাৎ সেই অবস্থায় বুদ্ধিমান উপদেশের প্রতি জড় মন তখন অমনোযোগী হয়ে থাকে। আমরা যদিও অবগত হই যে, অর্থোপার্জন করতে গিয়ে আমরা অনেক পাপ এবং অপরাধ করে চলেছি, আমরা হয়তো তবুও ভাবি যে, সর্বোপরি অর্থ সঞ্চয় আমাদের করতেই হবে। কেননা তা না হলে কেউই তার ধর্মকর্ম, সুন্দরী রমণী সঙ্গে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, প্রাসাদোপম বাড়ি বা গাড়ী কোনটিই লাভ হবে না। অর্থলাভ হলে মানুষ আরও সমস্যায় ভোগে, কিন্তু দুষ্ট মন সদুপদেশের প্রতি কখনই কর্ণপাত করে না। তাই অবন্তী নগরের ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে মনগড়া ধারণা ত্যাগ করে আমাদের মনকে অবশ্যই সংযত করতে হবে।

শ্লোক ৪৪

অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা
হিরণ্ময়ো মৎসখ উদ্বিচষ্টে ।
মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্
জুষন্ নিবদ্ধো গুণসঙ্গতোঽসৌ ॥ ৪৪ ॥

অনীহঃ—অনীহ; **আত্মা**—পরমাত্মা; **মনসা**—মনসহ; **সমীহতা**—সংগ্রামরত; **হিরণ্ময়ঃ**—দিব্য উদ্ভাস প্রকাশকারী; **মৎ-সখঃ**—আমার সখা; **উদ্বিচষ্টে**—উপর থেকে নীচে দেখা; **মনঃ**—মন; **স্বলিঙ্গম্**—(আত্মা) যা তার উপর জড় জগতের রূপ উপস্থাপন করে; **পরিগৃহ্য**—আলিঙ্গন করে; **কামান্**—কাম্যবস্তু সকল; **জুষন্**—রত হওয়া; **নিবদ্ধঃ**—বদ্ধ হয়; **গুণসঙ্গতঃ**—প্রকৃতির গুণ সঙ্গের জন্য; **অসৌ**—সেই সূক্ষ্ম চিন্ময় আত্মা।

অনুবাদ

জড় দেহে সংগ্রামী মনের সঙ্গে উপস্থিত থাকলেও পরমাত্মা কিন্তু নিশ্চেষ্ট, কেননা তিনি ইতিমধ্যেই দিব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত রয়েছেন। আমার বন্ধু রূপে আচরণ করে, তিনি তাঁর দিব্য পদে থেকে কেবলই সাক্ষী থাকেন, আমি অতীব ক্ষুদ্র চিন্ময় আত্মা, পক্ষান্তরে জড় জগতের রূপ প্রতিফলনকারী দর্পণের মতো মনকে আলিঙ্গন করে রয়েছি। এইভাবে আমি কাম্যবস্তু ভোগে রত হয়ে প্রকৃতির গুণ সংসর্গে জড়িয়ে পড়েছি।

শ্লোক ৪৫

দানং স্বধর্মো নিয়মো যমশ্চ
শ্রুতং চ কর্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি ।
সর্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ
পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ ॥ ৪৫ ॥

দানম্—দান করে; স্বধর্মঃ—স্বধর্মপালন; নিয়মঃ—নিয়মিত প্রাত্যহিক জীবনধারা; যমঃ—পারমার্থিক অনুশীলনের মুখ্য নিয়মাবলী; চ—এবং; শ্রুতম্—শাস্ত্রশ্রবণ; চ—এবং; কর্মাণি—পুণ্য কর্ম; চ—এবং; সৎ—শুদ্ধ; ব্রতানি—ব্রত সকল; সর্বেঃ—সমস্ত; মনঃনিগ্রহঃ—মনঃসংযম; লক্ষণ—সমন্বিত; অন্তাঃ—তাদের লক্ষ্য; পরঃ—পরম; হি—বস্তুত; যোগঃ—দিব্যজ্ঞান; মনসঃ—মনের; সমাধিঃ—ধ্যানস্থ হয়ে পরমেশ্বরের চিন্তা করা।

অনুবাদ

দান করা, কর্তব্য সম্পাদন, মুখ্য এবং গৌণ বিধি-বিধান পালন, শাস্ত্রশ্রবণ, পুণ্য কর্ম এবং শুদ্ধি করণের জন্য ব্রত—এই সকলেরই অন্তিম এবং চরম লক্ষ্য হচ্ছে মনকে দমন করা। বাস্তবে, মনকে পরমেশ্বরে নিবিষ্ট করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ।

শ্লোক ৪৬

সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং
দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্ ।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্যদ্-
দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ ॥ ৪৬ ॥

সমাহিতম্—সমাহিত; যস্য—যার; মনঃ—মন; প্রশান্তম্—শান্ত; দান-আদিভিঃ—দান এবং অন্যান্য পদ্ধতির দ্বারা; কিম্—কী; বদ—অনুগ্রহ পূর্বক বলুন; তস্য—ঐ সমস্ত পদ্ধতির; কৃত্যম্—করণীয়; অসংযতম্—অসংযত; যস্য—যার; মনঃ—মন; বিনশ্যৎ—বিনাশ করে; দান-আদিভিঃ—দানাদি পদ্ধতির দ্বারা; চেৎ—যদি; অপরম্—এছাড়াও; কিম্—কি প্রয়োজন; এভিঃ—এ সকলের।

অনুবাদ

মন যদি সুন্দরভাবে নিবিষ্ট এবং শান্ত থাকে, তবে আনুষ্ঠানিক দান এবং অন্যান্য পুণ্য অনুষ্ঠানের কী প্রয়োজন রয়েছে? আর মন যদি অসংযতই থেকে যায়, অজ্ঞান অন্ধকারে মগ্ন থাকে, তবে তার জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থাপনার কী প্রয়োজন?

শ্লোক ৪৭

মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা
মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি ।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্
যুঞ্জ্যাদ্ বশে তং স হি দেবদেবঃ ॥ ৪৭ ॥

মনঃ—মনের; বশে—বশে; অন্যে—অন্যেরা; হি—বস্তুত; অভবন্—হয়েছে; স্ম—অতীতে; দেবাঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ (অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের প্রতিনিধিত্বে); মনঃ—মন; চ—এবং; না—কখনও না; অন্যস্য—অন্যের; বশম্—বশে; সমেতি—আসে; ভীষ্মঃ—ভয়ঙ্কর; হি—বস্তুত; দেবঃ—ভগবত্তুল্য শক্তি; সহসঃ—সর্বাপেক্ষা শক্তিমান অপেক্ষা; সহীয়ান্—আরও শক্তিশালী; যুঞ্জ্যাৎ—নিবিষ্ট করতে পারেন; বশে—বশে; তম্—সেই মন; সঃ—এইরূপ ব্যক্তি; হি—বস্তুত; দেব-দেবঃ—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু।

অনুবাদ

অনাদিকাল থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে মনের অধীনে, আর মন নিজে কখনও কারও কর্তৃত্বাধীন হয় না। সে পরম শক্তিমান থেকেও শক্তিশালী, আর তার ভগবত্তুল্য শক্তি ভয়ঙ্কর। সুতরাং, যে ব্যক্তি মনকে বশে আনতে পারেন, তিনি গোস্বামী হতে পারেন।

শ্লোক ৪৮

তং দুর্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগ-
মরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ ।
কুর্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমত্র মর্ত্যৈ-
র্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ ॥ ৪৮ ॥

তম্—সেই; দুর্জয়ম্—দুর্জয়, শত্রুম্—শত্রুকে; অসহ্য—অসহ্য; বেগম্—যার বেগ; অরুন্তুদম্—হৃদয় পরিবর্তন করতে সক্ষম; তৎ—অতএব; ন বিজিত্য—জয় করতে অসমর্থ হয়ে; কেচিৎ—কোন কোন লোক; কুর্বন্তি—সৃষ্টি করে; অসৎ—অনর্থক; বিগ্রহম্—কলহ; অত্র—এই জগতে; মর্ত্যৈঃ—মরণশীল জীবের সঙ্গে; মিত্রাণি—বন্ধুগণ; উদাসীন—উদাসীন ব্যক্তি; রিপূন্—এবং শত্রুরা; বিমূঢ়াঃ—সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত।

অনুবাদ

হৃদয় বিদারক, অসহ্য বেগবান, দুর্জয় শত্রু, মনকে বশে আনতে না পেরে বহু লোক সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে অন্যদের সঙ্গে অনর্থক কলহ করে। এইভাবে তারা

সিদ্ধান্ত করে যে, অন্য লোকেরা হয় তাদের বন্ধু, নয়তো তাদের শত্রু অথবা তাদের প্রতি উদাসীন।

তাৎপর্য

জড় দেহ অনুসারে মিথ্যা পরিচিতি লাভ করে, দেহ থেকে নির্গত নিজ সন্তান এবং তাদের সন্তানদেরকে নিত্য সম্পদ মনে করে জীব সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে, প্রতিটি জীবই গুণগতভাবে ভগবানের মতোই। সকলেই পরমেশ্বরের নিত্য প্রকাশ হওয়ার জন্য, একটি একক আত্মা ও আর একটির মধ্যে কার্যতঃ কোনও পার্থক্য নেই। মিথ্যা অহংকারে মত্ত মন, জড় দেহ সৃষ্টি করে, আর দেহের মাধ্যমে পরিচয় প্রদান করে, বদ্ধজীব মিথ্যা গর্বে আর অজ্ঞতায় বিহ্বল, সেই বিষয়ই এখানে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪৯

দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা
মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ ।
এষোঽহমন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ
দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি ॥ ৪৯ ॥

দেহম্—জড় দেহ; মনঃমাত্রম্—শুধুই মন থেকে আসে; ইমম্—এই; গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; মম—আমার; অহম—আমি; ইতি—এইভাবে; অন্ধ—অন্ধ; ধিয়ঃ—তাদের বুদ্ধি; মনুষ্যাঃ—মানুষেরা; এষঃ—এই; অহম্—আমি; অন্যঃ—অন্য কেউ; অয়ম্—এই হচ্ছে; ইতি—এইভাবে; ভ্রমেণ—মায়ার দ্বারা; দুরন্ত-পারে—দুরতিক্রম্য; তমসি—অন্ধকারে; ভ্রমন্তি—ভ্রমণ করে।

অনুবাদ

যে সকল ব্যক্তি জড় মন থেকে সৃষ্ট দেহকে আমি বলে মনে করে, তাদের বুদ্ধি অন্ধের মতো, তারা কেবল "আমি" আর "আমার"—এই অনুসারেই চিন্তা করে। মায়ার জন্য "এইটি আমি কিন্তু ঐটি অন্য কেউ" এই রূপে চিন্তা করার ফলে তারা অসীম অন্ধকারে ভ্রমণ করে।

শ্লোক ৫০

জনস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ ।

জিহ্বাং ক্বচিৎ সংদশতি স্বদন্তি-
স্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ ॥ ৫০ ॥

জনঃ—এই সমস্ত লোক; **তু**—কিন্তু; **হেতুঃ**—হেতু; **সুখদুঃখয়োঃ**—আমার সুখ এবং দুঃখের; **চেৎ**—যদি; **কিম্**—কি; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **চ**—এবং; **অত্র**—এই ব্যাপারে; **হি**—অবশ্যই; **ভৌময়োঃ**—জড় দেহ ভিত্তিক; **তৎ**—সেই (সম্পাদক ও ক্রীষ্ট পর্যায়ের); **জিহ্বাম্**—জিহ্বা; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **সংদশতি**—দষ্ট হয়, **স্ব**—নিজের দ্বারা; **দন্তিঃ**—দন্ত; **তৎ**—তার; **বেদনায়াম্**—দুঃখে; **কতমায়**—কার সঙ্গে; **কুপ্যেৎ**—ক্রুদ্ধ হতে পারে।

অনুবাদ

যদি বল, এই লোকেরা আমার সুখ বা দুঃখের কারণ, তবে এই ধারণায় আত্মার স্থান কোথায়? এই সুখ-দুঃখ আত্মাকে নিয়ে নয়, তা হয় জড় দেহ সমূহের মিথস্ক্রিয়ার জন্য। কেউ যদি নিজের দাঁত দিয়ে নিজের জিহ্বায় কামড় দেয়, তখন তার কষ্টের জন্য কার উপর সে ক্রুদ্ধ হবে?

তাৎপর্য

দৈহিক সুখ-দুঃখ আত্মার দ্বারা অনুভূত হলেও, এই রূপ দ্বন্দ্ব আমাদের সহ্য করতেই হবে, কেননা এ সবই হচ্ছে আমাদের জড় মন সৃষ্ট। অকস্মাৎ কারও যদি নিজের জিহ্বায় বা ঠোঁটে কামড় লেগে যায়, তবে সে ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁতটিকে উঠিয়ে ফেলতে পারে না। তেমনই, সমস্ত জীবই হচ্ছে ভগবানের স্বতন্ত্র অংশ আর তারা একে অপরের থেকে অভিন্ন। পারমার্থিক সাম্যে সকলেই পরমেশ্বরের সেবার জন্য উদ্দিষ্ট। জীব যদি তার প্রভুর সেবা ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে কলহ করে, তবে তারা প্রকৃতির নিয়মে দুঃখ পেতে বাধ্য হবে। বদ্ধ জীব যদি ভগবৎ সম্পর্ক বিহীন জড় দেহভিত্তিক কৃত্রিম স্নেহের সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে কাল স্বয়ং এই সমস্ত সম্পর্ক বিনাশ করবে, আর তখন তারা আরও দুঃখের ভাগী হবে। কিন্তু জীব যদি উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রত্যেকেই তারা একই পরিবারভুক্ত, সকলেরই পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। তাই আমাদের নিজের এবং অপরের পক্ষে ক্ষতিকর ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণটি কারও কাছে থেকে সদয়ভাবে দান প্রাপ্ত হচ্ছিলেন এবং অন্যদের নিকট থেকে হয়রান এবং প্রহৃত হচ্ছিলেন, তিনি অস্বীকার করেছেন যে, এই সমস্ত লোকেরা তাঁর সুখ এবং দুঃখের কারণ; কেননা তিনি জড় দেহ ও মনের ঊর্ধ্বে আত্মোপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্লোক ৫১

দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু
কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ ।
যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে ক্বচিৎ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে ॥ ৫১ ॥

দুঃখস্য—দুঃখের; হেতুঃ—হেতু; যদি—যদি; দেবতাঃ—দেবগণ (যাঁরা দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন); তু—কিন্তু; কিম্—কী; আত্মনঃ—আত্মার জন্য; তত্র—সেই সম্পর্কে; বিকারয়োঃ—পরিবর্তনশীলের সঙ্গে সম্পর্কিত (ইন্দ্রিয় আর তার অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ); তৎ—সেই (আচরণ করা আর আচরিত হওয়া); যৎ—যখন; অঙ্গম—একটি অঙ্গ; অঙ্গেন—অন্য অঙ্গের দ্বারা; নিহন্যতে—ক্ষতি করে; ক্বচিৎ—কখনও; ক্রুধ্যেত—ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত; কস্মৈ—কারো প্রতি; পুরুষঃ—জীব; স্বদেহে—নিজের দেহের মধ্যে।

অনুবাদ

যদি বল—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ দুঃখের কারণ, তবে আত্মার উপর তা কিভাবে বর্তায়? এই ধরনের আচরণ করা এবং আচরিত হওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয় এবং তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের মিথস্ক্রিয়ার ফল। যখন দেহের একটি অঙ্গ অপর অঙ্গকে আক্রমণ করে, তখন ঐ দেহ স্থিত ব্যক্তি কার উপর ক্রুদ্ধ হবেন?

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ এখানে বিস্তারিতভাবে আত্মোপলব্ধির অবস্থা ব্যাখ্যা করছেন। যাতে উপলব্ধি করা যাবে যে, আত্মা হচ্ছে জড় দেহ আর মন থেকে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবগণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দৈহিক সুখ উপভোগ করার মাধ্যমে আমরা দৈহিক দুঃখ গ্রহণ করতে বাধ্য হই। মূর্খ বদ্ধ জীব দুঃখ দূর করে সুখ উপভোগ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু জড় সুখ-দুঃখ হচ্ছে একই মুদ্রার দু'টি পিঠ মাত্র। নিজেকে দেহ মনে না করে কেউই দৈহিক সুখ উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু যেইমাত্র সেইরূপ পরিচিতি সংঘটিত হয়, তখনই সে সেই দেহের সঙ্গে বর্তমান অনিবার্য অসংখ্য যন্ত্রণার দ্বারা হয়রান হয়। দৈহিক সুখ-দুঃখ প্রদান করে দেবগণ, আর তাদেরকে কখনও বশে আনা যায় না; এইভাবে জীব জড়স্তরে দৈবের ইচ্ছার অধীনস্থ থাকে। তবে কেউ যদি সর্ব আনন্দের উৎস পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তবে সে চিন্ময় স্তরে উপনীত হতে পারে। আর সেখানে মুক্ত আত্মা উদ্বেগ বা দুঃখ বিহীন নিরবচ্ছিন্ন দিব্য আনন্দে উজ্জীবিত হয়।

শ্লোক ৫২

আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখহেতুঃ
কিমন্যতস্তত্র নিজস্বভাবঃ ।
ন হ্যাত্মনোঽন্যদ্ যদি তন্মৃষা স্যাৎ
ক্রুধ্যেত কস্মান্ন সুখং ন দুঃখম্ ॥ ৫২ ॥

আত্মা—আত্মা স্বয়ং; যদি—যদি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; সুখদুঃখ—সুখ এবং দুঃখের; হেতুঃ—কারণ; কিম্—কী; অন্যতঃ—অন্য; তত্র—সেই তত্ত্ব অনুসারে; নিজ—নিজের; স্বভাবঃ—স্বভাব; ন—না; হি—বস্তুত; আত্মনঃ—আত্মা ছাড়া; অন্যৎ—ভিন্ন কোন কিছু; যদি—যদি; তৎ—সেই; মৃষা—মিথ্যা; স্যাৎ—হতে পারতো; ক্রুধ্যেত—ক্রুদ্ধ হতে পারে; কস্মাৎ—কার প্রতি; ন—নেই; সুখম্—সুখ, ন—অথবা নয়; দুঃখম্—দুঃখ।

অনুবাদ

আত্মা নিজেই যদি সুখ-দুঃখের কারণ হতো, তবে আমরা অন্যদের দোষ দিতে পারতাম না, যেহেতু তাতে সুখ দুঃখ হতো আত্মার স্বভাব। এই সূত্র অনুসারে, একমাত্র আত্মা ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আমরা যদি আত্মা ছাড়া কারো অনুভব করার চেষ্টা করি, তবে তা হবে মায়া। সুতরাং, এই ধারণায় সুখ-দুঃখ যদি বাস্তবে না-ই থাকে, তবে আমরা একের উপর বা অপরের উপর কেন ক্রুদ্ধ হব?

তাৎপর্য

মৃত দেহ সুখ বা দুঃখ অনুভব করে না, তা হলে সুখ দুঃখের কারণ হচ্ছে আমাদের চেতনা, আর সেটি হচ্ছে আত্মার স্বভাব। আত্মার আসল কাজ কিন্তু জড় সুখ-দুঃখ ভোগ করা নয়। এগুলো উৎপন্ন হয় মিথ্যা অহংকার ভিত্তিক অজ্ঞ জাগতিক স্নেহ বা শত্রুতা থেকে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে জড়িয়ে পড়লে আমাদের চেতনা জড় দেহের প্রতি আকর্ষিত হয়, আর সেখানে তখন সে অনিবার্য দৈহিক দুঃখ এবং সমস্যার দ্বারা আতঙ্কিত হয়। চিন্ময় স্তরে জীবের চেতনা ব্যক্তিগত বাসনা রহিত হয়ে পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য, সেখানে জড় সুখও নেই দুঃখও নেই। এটিই হচ্ছে যথার্থ সুখ, সেটি হচ্ছে মিথ্যা দৈহিক পরিচিতি শূন্য। নিজের মূর্খামীর জন্য অন্যদের প্রতি অনর্থক ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে আমাদের উচিত আত্মোপলব্ধির পথ অবলম্বন করে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা।

শ্লোক ৫৩

গ্রহা নিমিত্তং সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনোঽজস্য জনস্য তে বৈ ।
গ্রহৈর্গ্রহস্যৈব বদন্তি পীড়াং
ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষস্ততোঽন্যঃ ॥ ৫৩ ॥

গ্রহাঃ—নিয়ন্ত্রণকারী গ্রহগণ; **নিমিত্তম্**—প্রাথমিক কারণ; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখের; **চেৎ**—যদি; **কিম্**—কী; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **অজস্য**—জন্মরহিত; **জনস্য**—যার জন্ম হয়েছে তার; **তে**—ঐ সমস্ত গ্রহগুলি; **বৈ**—বস্তুত; **গ্রহৈঃ**—অন্যান্য গ্রহের দ্বারা; **গ্রহস্য**—গ্রহের; **এব**—কেবল; **বদন্তি**—(দক্ষ জ্যোতিষীগণ) বলেন; **পীড়াম্**—দুঃখ; **ক্রুধ্যেত**—ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত; **কস্মৈ**—কার প্রতি; **পুরুষঃ**—জীবাত্মা; **ততঃ**—সেই জড় দেহ থেকে; **অন্যঃ**—পৃথক।

অনুবাদ

গ্রহগুলি হচ্ছে আমাদের সুখ এবং দুঃখের প্রাথমিক কারণ—এই অনুমানের বিচার করলে, তা হলেও আমাদের নিত্য আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক কোথায়? বস্তুতপক্ষে যা কিছু জন্মগ্রহণ করে, তার উপরেই কেবল গ্রহের প্রভাব কার্যকরী হয়। এ ছাড়াও, অভিজ্ঞ জ্যোতিষীগণ বর্ণনা করেছেন, কীভাবে গ্রহগুলিই একে অপরের যন্ত্রণার কারণ হচ্ছে। সুতরাং, জীবাত্মা, গ্রহগণ এবং জড় দেহ থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য, সে কার প্রতি ক্রোধ আরোপ করবে?

শ্লোক ৫৪

কর্মাস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে ।
দেহস্ত্বচিৎ পুরুষোঽয়ং সুপর্ণঃ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ নহি কর্মমূলম্ ॥ ৫৪ ॥

কর্ম—সকাম কর্ম; **অস্তু**—আনুমানিকভাবে গৃহীত; **হেতুঃ**—কারণ; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখের; **চেৎ**—যদি; **কিম্**—কী; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **তৎ**—সেই কর্ম; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **জড়-অজড়ত্বে**—জড় এবং অজড় হওয়ার জন্য; **দেহঃ**—দেহ; **তু**—একভাবে; **অচিৎ**—নির্জীব; **পুরুষঃ**—সেই ব্যক্তি; **অয়ম্**—এই; **সুপর্ণঃ**—চেতনা বিশিষ্ট; **ক্রুধ্যেত**—ক্রোধ করা উচিত; **কস্মৈ**—কার প্রতি; **ন**—নয়; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **মূলম্**—মূল কারণ।

অনুবাদ

আমরা যদি ধারণা করি যে, সকাম কর্মই সুখ এবং দুঃখের কারণ, তবুও তা আত্মা ছাড়াই বিচার করা হচ্ছে। যখন চিন্ময় চেতন কর্তা এবং জড় দেহ এইরূপ কর্মের মাধ্যমে সুখ এবং দুঃখের দ্বারা পরিবর্তিত হতে থাকে, তখনই জড় কর্মের ধারণার উদ্ভব ঘটে। দেহের যেহেতু প্রাণ নেই, দেহ সুখ-দুঃখের প্রকৃত গ্রাহক হতে পারে না, আবার জড় দেহ থেকে পৃথক, সর্বোপরি সম্পূর্ণ চিন্ময় আত্মাও তা হতে পারে না। দেহে অথবা আত্মায় কর্মের সর্বোপরি কোন ভিত্তি না থাকায়, কার প্রতি তবে সে ক্রুদ্ধ হবে?

তাৎপর্য

ইট, পাথর এবং অন্যান্য বস্তুর মতো জড় দেহ ভূমি, জল, অগ্নি এবং বায়ু দ্বারা গঠিত। আমাদের চেতনা অনর্থক দেহে মগ্ন হয়ে, সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে, আর আমরা যখন অনর্থক নিজেদেরকে জড় জগতের ভোক্তা বলে মনে করি, তখন সকাম কর্ম সম্পাদিত হয়। দুটি ভিন্ন বস্তু, নিজেদের মন এবং শরীরের মধ্যে মিথ্যা অহংকার হচ্ছে মায়াময় সংমিশ্রণ। কর্ম বা জড় কার্যকলাপ সংঘটিত হয় মায়াগ্রস্ত চেতনার উপর ভিত্তি করে, তার এই সমস্ত কার্যকলাপও মায়াময়, যা বাস্তবে দেহ বা আত্মা ভিত্তিক নয়। যখন বদ্ধ জীব অনর্থক নিজেকে দেহ বলে মনে করে, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই জড় জগতের ভোক্তা সেজে স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে আনন্দ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করে। নিজেকে দেহ বলে মনে করে স্ত্রীলোক এবং জগতের ভোক্তা রূপ ভুল ধারণা করার ফলে এই রূপ পাপকর্ম সংঘটিত হয়। সে দেহ নয়, তা হলে তার স্ত্রীসম্ভোগের কার্যকলাপেরও বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই। সেখানে কেবলই দুটি যন্ত্রের অর্থাৎ দুটি দেহের মিথস্ক্রিয়া, যা হচ্ছে পুরুষ এবং স্ত্রীরূপী মায়াগ্রস্ত চেতনার মিথস্ক্রিয়া মাত্র। অবৈধ যৌন সঙ্গের অনুভূতি ঘটে জড় দেহে, আর মিথ্যা অহংকার সেটিকে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা রূপে অনর্থক গ্রহণ করে। এইভাবে সর্বোপরি কর্মের আনন্দদায়ক বা দুঃখদায়ক প্রতিক্রিয়াগুলি দেহভিত্তিক নয়, মিথ্যা অহংকার ভিত্তিক। দেহ জড় বস্তু; এই সমস্ত সুখ-দুঃখ আত্মার ওপর ভিত্তি করেও ঘটে না, যেহেতু জড়ের সঙ্গে আত্মার কিছুই করণীয় নেই। মিথ্যা অহংকার হচ্ছে মনের মায়াময় ভুল ধারণা; সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, বিশেষত এই মিথ্যা অহংকার। আত্মার অন্যদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। কেননা বাস্তবে সে নিজে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে না। অতএব, এ সমস্তের কর্তা হচ্ছে মিথ্যা অহংকার।

শ্লোক ৫৫

কালস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোঽসৌ ।
নাগ্নের্হি তাপো ন হিমস্য তৎ স্যাৎ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বম্ ॥ ৫৫ ॥

কালঃ—কাল; তু—কিন্তু; হেতুঃ—কারণ; সুখ-দুঃখয়োঃ—সুখ এবং দুঃখের; চেৎ—যদি; কিম্—কী; আত্মনঃ—আত্মার জন্য; তত্র—সেই ধারণায়; তৎ-আত্মকঃ—কাল ভিত্তিক; অসৌ—আত্মা; ন—না; অগ্নেঃ—অগ্নি থেকে; হি—বস্তুত; তাপঃ—জ্বলন; ন—না; হিমস্য—তুষারের; তৎ—সেই; স্যাৎ—হয়; ক্রুধ্যেত—ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত; কস্মৈ—কার প্রতি; ন—নেই; পরস্য—চিন্ময় আত্মার জন্য; দ্বন্দ্বম্—দ্বন্দ্ব।

অনুবাদ

কালকে যদি আমরা সুখ-দুঃখের কারণ হিসাবে গ্রহণ করি, সেই ধারণাও চিন্ময় আত্মার প্রতি প্রযোজ্য নয়, কেননা কাল হচ্ছে ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রকাশ, আবার জীবও হচ্ছে কালের মাধ্যমে প্রকাশিত ভগবানের চিন্ময় শক্তি। অগ্নি নিশ্চয় তার নিজের শিখা অথবা স্ফুলিঙ্গকে পোড়ায় না আবার শৈত্য তার নিজের কোমল তুষার অথবা শিলা বৃষ্টির ক্ষতি সাধন করে না। বাস্তবে, জীব সত্ত্বা হচ্ছে চিন্ময়, আর তা হচ্ছে জড় সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে। তাহলে কার প্রতি সে ক্রুদ্ধ হবে?

তাৎপর্য

জড় দেহ হচ্ছে অচেতন পদার্থ, তার সুখ, দুঃখ বা কোন কিছুরই অনুভূতি নেই। জীবাত্মা সম্পূর্ণ চিন্ময়, তাই তার উচিত জড় সুখ-দুঃখাতীত চিন্ময় ভগবানে তার চেতনাকে নিবিষ্ট করা। দিব্য চেতনাসম্পন্ন জীব যখন অনর্থক নিজেকে অচেতন পদার্থ বলে মনে করে, তখনই সে জড় জগতে সুখ বা দুঃখ ভোগ করার কল্পনা করে থাকে। জড়ের সঙ্গে চেতনার এই মায়াময় পরিচিতিকেই বলে মিথ্যা অহংকার, সেটিই হচ্ছে বদ্ধ দশার কারণ।

শ্লোক ৫৬

ন কেনচিৎ ক্বাপি কথঞ্চনাস্য
দ্বন্দ্বোপরাগঃ পরতঃ পরস্য ।
যথাহমঃ সংসৃতিরূপিণঃ স্যা-
দেবং প্রবুদ্ধো ন বিভেতি ভূতৈঃ ॥ ৫৬ ॥

ন—নেই; **কেনচিৎ**—কারও মাধ্যমে; **ক্ব-অপি**—যে কোন স্থানে; **কথঞ্চন**—যে কোন উপায়ে; **অস্য**—তার জন্য, আত্মার; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্বের (সুখ এবং দুঃখের); **উপরাগঃ**—প্রভাব; **পরতঃ পরস্য**—জড়া প্রকৃতির উর্ধ্বে; **যথা**—একইভাবে; **অহমঃ**—অহংকারের জন্য; **সংসৃতি**—জড় দশার প্রতি; **রূপিণঃ**—যা রূপ প্রদান করে; **স্যাৎ**—উদ্ভূত হয়; **এবম্**—এইভাবে; **প্রবুদ্ধঃ**—যার বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে; **ন বিভেতি**—ভয় পান না; **ভূতৈঃ**—জড় সৃষ্টির ভিত্তিতে।

অনুবাদ

মিথ্যা অহংকার মায়াময় বদ্ধ দশাকে বাস্তবায়িত করে, আর এইভাবে জাগতিক সুখ এবং দুঃখ অনুভূত হয়। জীব সত্তা অবশ্য অপ্রাকৃত; সে কখনই কোনও স্থানে, কোন অবস্থায় অথবা কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বাস্তবে জড় সুখ এবং দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যিনি এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করেছেন, তাঁর আর জড় সৃষ্টিকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ এখন পর্যন্ত জীবের সুখ এবং দুঃখের ছয় প্রকার বিশেষ ব্যাখ্যার খণ্ডন করেছেন, আর এবার তিনি আর কোন ব্যাখ্যা প্রদান করলে তা খণ্ডন করছেন। মিথ্যা অহংকারের ভিত্তিতে, দৈহিক আবরণ বাস্তবে জীবকে বিহ্বল করে তোলে, আর এইভাবে সে অনর্থক সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে, যদিও আত্মার সঙ্গে সে সবের কোনও বাস্তব সম্পর্ক নেই। যে ব্যক্তি উদ্ধবের নিকট ভগবান কথিত, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন, তিনি কখনও আর এই জড় জগতে ভয়ঙ্কর উদ্বেগে ভুগবেন না।

শ্লোক ৫৭

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥ ৫৭ ॥

এতাম্—এই; **সঃ**—এইরূপ; **আস্থায়**—সম্পূর্ণ রূপে নিবিষ্ট হয়ে; **পর-আত্ম-নিষ্ঠাম্**—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি; **অধ্যাসিতাম্**—উপাসীত; **পূর্বতমৈঃ**—পূর্বজদের দ্বারা; **মহা-ঋষিভিঃ**—আচার্যগণ; **অহম্**—আমি; **তরিষ্যামি**—উত্তীর্ণ হব; **দুরন্তপারম্**—দুরতিক্রম্য; **তমঃ**—অজ্ঞতার সমুদ্র; **মুকুন্দ-অঙ্ঘ্রি**—মুকুন্দের পাদপদ্মের; **নিষেবয়া**—আরাধনার দ্বারা; **এব**—অবশ্যই।

অনুবাদ

আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবায় দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট হয়ে দুরতিক্রম্য অবিদ্যা সমুদ্র অতিক্রম করব। যে সমস্ত পূর্বাচার্য পরমাত্মা, পরম পুরুষ ভগবানের ভক্তিতে দৃঢ় নিষ্ঠ হয়েছিলেন, তাঁদের দ্বারা এই পদ্ধতি অনুমোদিত।

তাৎপর্য

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর *চৈতন্যচরিতামৃতে* (*মধ্যলীলা* ৩/৬) এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে তার ভাষ্য করেছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতের (১১/২৩/৫৭) এই শ্লোকটির সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ৬৪টি অঙ্গের মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন একটি। যারা এই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাদেরই মুকুন্দ সেবার ফলে সংসার থেকে উদ্ধার হয়। কেউ যদি তার কায়, মন এবং বাক্য সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত না করেন, তাহলে তিনি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী নন। এটা কেবল পোশাক পরিবর্তন নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৬/১) বলা হয়েছে—*অনাশ্রিতঃ কর্ম ফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ/স সন্ন্যাসী চ যোগী চ*—"যিনি ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য কর্ম করেন তিনিই হচ্ছেন সন্ন্যাসী।" পোশাকে নয়, কৃষ্ণসেবায় ঐকান্তিক ভাবটি হচ্ছে সন্ন্যাস।

পরাত্মনিষ্ঠা মানে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া। *পরাত্মা* হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ*। যাঁরা সেবার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। প্রচলিত রীতি অনুসারে ভক্তেরা পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সন্ন্যাস বেশ গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিদণ্ডও গ্রহণ করেন। পরে বিষ্ণুস্বামী কলিযুগে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসী বেশকে *পরাত্মনিষ্ঠা* বলে জ্ঞাপন করে মুকুন্দসেবায় নিষ্ঠা প্রবর্তন করেন। তাই ঐকান্তিক ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সেই ত্রিদণ্ডের সঙ্গে চতুর্থ 'জীব দণ্ড'-ও সংযোগ করেছেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী নামে পরিচিত। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ডের তাৎপর্য না বুঝে একদণ্ড গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত শিবস্বামীরা পরবর্তীকালে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ্য করে শঙ্করাচার্যের একদণ্ড সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপন করে সেব্য-সেবকভাব বা মুকুন্দ সেবা ছেড়ে দিয়েছেন। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় প্রবর্তিত অষ্টোত্তরশতনামের সন্ন্যাসীদের পরিবর্তে দশনামীর ব্যবস্থাই অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও তৎকালীন প্রথানুসারে এক দণ্ডী সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তথাপি সেই একদণ্ডের অভ্যন্তরে দণ্ড চতুষ্টয়

একীভূতই ছিল, তা প্রচার করার জন্য তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত অবন্তীপুরে ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর গীত গান করেছিলেন। *পরাত্মনিষ্ঠার* অভাবে যে একদণ্ড, তা চৈতন্য মহাপ্রভু অনুমোদন করেননি। ত্রিদণ্ডিরা তিনটি দণ্ডের সঙ্গে জীব দণ্ডের সংযোগে ঐকান্তিক ভক্তির বিধান করে থাকেন। অপ্রাকৃত ভক্তিবিহীন একদণ্ডিরা নির্বিশেষ মতাবলম্বী হওয়ায় তারা পরাত্মনিষ্ঠা-বিমুখ, সুতরাং ব্রহ্ম-সংজ্ঞক প্রকৃতিতে লীন হয়ে নির্বিশিষ্ট হওয়াকে মুক্তি বলে মনে করেন। মায়াবাদীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী বলে অবগত না হওয়ায় তাদের বাহ্যজ্ঞানে 'বিবর্ত' উপস্থিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* একদণ্ডি সন্ন্যাসীর কোন কথাই বলা হয়নি; ত্রিদণ্ড ধারণকে সন্ন্যাস আশ্রমের একমাত্র বেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *শ্রীমদ্ভাগবতের* সেই বাণীকেই বহু মানন করেছেন। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত মায়াবাদীরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

আজও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তেরা, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিখা-সূত্রযুক্ত সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করেন। একদণ্ডি মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা শিখা-সূত্র বর্জন করেন। তাই তারা ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না এবং মুকুন্দ সেবায় তাদের প্রবৃত্তি নেই। জড়-জগতের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে তারা কেবল ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চান। দৈব-বর্ণাশ্রম প্রবর্তনকারী আচার্যেরা আসুর বর্ণাশ্রমের বোধ, চিন্তা প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না। জন্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগের নাম আসুর-বর্ণাশ্রম।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু স্বয়ং ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের বিচার গ্রহণ করেছেন এবং মাধব উপাধ্যায়কে ত্রিদণ্ডি শিষ্য বলে গ্রহণ করেছেন। এই মাধবাচার্য থেকে পশ্চিমদেশে শ্রীবল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে স্মৃত্যাচার্য নামে পরিচিত শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী পরবর্তীকালে ত্রিদণ্ডিপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কাছ থেকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবুও শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশামৃত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে ছয় বেগ দমন করে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

"যিনি বাচোবেগ, মনবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ এবং উপস্থবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তিনি গোস্বামী এবং তিনি সারা পৃথিবীকে শিষ্যত্বে বরণ করতে পারেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা কখনও মায়াবাদ-সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি এবং সে জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধর স্বামীকে স্বীকার করেছিলেন, যিনি ছিলেন ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী; কিন্তু শ্রীধর স্বামীকে না জেনে, মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কখনও কখনও মনে করেন যে, শ্রীধর স্বামী ছিলেন মায়াবাদী একদণ্ডি সন্ন্যাসী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়।

শ্লোক ৫৮

শ্রীভগবানুবাচ

নির্বিদ্য নষ্টদ্রবিণে গতক্লমঃ
প্রব্রজ্য গাং পর্যটমান ইত্থম্ ।
নিরাকৃতোঽসদ্ভিরপি স্বধর্মা-
দকম্পিতোঽমুং মুনিরাহ গাথাম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রী-ভগবান উবাচ—পরম পুরুষ ভগবান বললেন; **নির্বিদ্য**—অনাসক্ত হয়ে; **নষ্ট-দ্রবিণে**—তার সম্পদ বিনষ্ট হলে; **গতক্লমঃ**—বিষণ্ণতামুক্ত; **প্রব্রজ্য**—গৃহত্যাগ করে; **গাম্**—পৃথিবী; **পর্যটমানঃ**—পর্যটন করে; **ইত্থম্**—এইভাবে; **নিরাকৃতঃ**—অপমানিত; **অসদ্ভিঃ**—অসৎ লোকেদের দ্বারা; **অপি**—যদিও; **স্বধর্মাৎ**—তার স্বধর্ম থেকে; **অকম্পিতঃ**—অবিচলিত; **অমুম্**—এই; **মুনিঃ**—মুনি; **আহ**—বলেছিলেন; **গাথাম্**—গীত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সম্পদহারা হওয়ার পর অনাসক্ত হয়ে এই ঋষি তাঁর বিষণ্ণতা পরিত্যাগ করেছিলেন। গৃহত্যাগ করে, সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেন। মূর্খ অসৎ লোকেদের দ্বারা অপমানিত হলেও তিনি তাঁর কর্তব্যে অবিচলিত থেকে এই গানটি গেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যাঁরা অর্থোপার্জনের জন্য কঠোর তপস্যা সমন্বিত বস্তুবাদী জীবন পথ থেকে মুক্ত হচ্ছেন, তাঁরা পূর্বোল্লিখিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর গানটি গাইতে পারেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, যিনি সন্ন্যাসীর এই গীত শ্রবণ করতে পারবেন না, তিনি অবধারিতভাবে জড় মায়ার অনুগত সেবক হয়ে অবস্থান করবেন।

শ্লোক ৫৯

সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ ॥ ৫৯ ॥

সুখদুঃখপ্রদঃ—সুখ ও দুঃখপ্রদ; ন—নেই; অন্যঃ—অন্য; পুরুষস্য—জীবের; আত্মঃ—মনের; বিভ্রমঃ—বিভ্রান্তি; মিত্র—মিত্র; উদাসীন—উদাসীন; রিপবঃ—এবং শত্রুগণ; সংসারঃ—জড় জাগতিক জীবন; তমসঃ—অজ্ঞতাহেতু; কৃতঃ—সৃষ্ট।

অনুবাদ

নিজের মনের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কোন শক্তিই জীবকে সুখ-দুঃখ অনুভব করায় না। তার বন্ধুত্ব, নিরপেক্ষ দল এবং শত্রু জ্ঞাপক অনুভূতি ও তার অনুভূতি সৃষ্ট সমগ্র জড়বাদী জীবন হচ্ছে কেবলই অজ্ঞতা প্রসূত।

তাৎপর্য

প্রত্যেকেই তাদের বন্ধুদের খুশি করতে, শত্রুদের পরাস্ত করতে এবং নিরপেক্ষদের সঙ্গে মান বজায় রাখতে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। এই সমস্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে জড় দেহের উপর ভিত্তি করে, আর জড় দেহের অনিবার্য বিনাশের পর তার আর অস্তিত্ব থাকে না। এই সমস্তকে বলা হয় অজ্ঞতা, অর্থাৎ জড় মায়া।

শ্লোক ৬০

তস্মাৎ সর্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনোধিয়া ।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ ॥ ৬০ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; সর্ব-আত্মনা—সর্বতোভাবে; তাত—প্রিয় উদ্ধব; নিগৃহাণ—নিয়ন্ত্রণ কর; মনঃ—মন; ধিয়া—বুদ্ধির দ্বারা; ময়ি—আমাতে; আবেশিতয়া—আবিষ্ট; যুক্তঃ—যুক্ত; এতাবান্—এইভাবে, যোগসংগ্রহঃ—পারমার্থিক অনুশীলনের সার।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, তোমার বুদ্ধিকে আমাতে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করে, মনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনয়ন কর। এটিই হচ্ছে যোগ বিজ্ঞানের নির্যাস।

শ্লোক ৬১

য এতাং ভিক্ষুণা গীতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং সমাহিতঃ ।
ধারয়ন্ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ দ্বন্দ্বৈর্নৈবাভিভূয়তে ॥ ৬১ ॥

যঃ—যে-ই; **এতাম্**—এই; **ভিক্ষুণা**—সন্ন্যাসী কর্তৃক; **গীতাম্**—গীত; **ব্রহ্ম**—পরমজ্ঞান; **নিষ্ঠাম্**—ভিত্তিক; **সমাহিতঃ**—পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে; **ধারয়ন্**—ধ্যান করে; **শ্রাবয়ন্**—অন্যদের শ্রবণ করিয়ে; **শৃণ্বন্**—নিজে শ্রবণ করে; **দ্বন্দ্বৈঃ**—দ্বন্দ্বের দ্বারা; **ন**—কখনও না; **এব**—বস্তুত; **অভিভূয়তে**—বিহ্বল হবে।

অনুবাদ

বিজ্ঞান সম্মত পরম জ্ঞান, এই ভিক্ষু গীত, যে কেউ নিজে শ্রবণ করবেন, বা অন্যদের নিকট পাঠ করে শ্রবণ করাবেন, এবং পূর্ণ মনোনিবেশে এর ধ্যান করবেন, তিনি কখনও পুনরায় জড় সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে বিমোহিত হবেন না।

তাৎপর্য

এই বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ভগবৎ-সেবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এইভাবে তিনি তাঁর উপাস্য পরম পুরুষ ভগবানের মায়াশক্তিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নিজে এই গীতের ধ্যান করে শ্রবণ করেছিলেন এবং অন্যদের তা শিখিয়েছিলেন। ভগবৎ কৃপালাভ করে তিনি অন্যান্য বদ্ধ জীবদেরও দিব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, যাতে তারাও ভগবদ্ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে। ধর্মের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে পরমেশ্বরের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া। যারা কেবলই জড় জগৎকে ভোগ করতে অথবা ব্যক্তিগত অসুবিধা এড়াতে তা ত্যাগ করতে চেষ্টা করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ভগবৎ প্রীতি বিধান ভিত্তিক ভগবৎ প্রেম উপলব্ধি করতে পারে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'অবন্তী ব্রাহ্মণের গীত' নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।